তালাক ও তাহলীল



মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তালাক ও তাহলীল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

তালাক ও তাহলীল

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৯
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

الطلاق و التحليل

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
যিলক্বদ ১৪২১ হি./ফেব্রুয়ারী ২০০১ খৃ.
২য় সংস্করণ
রবীউল আউয়াল ১৪৩১ হি./ফেব্রুয়ারী ২০১০ খৃ.
৩য় সংস্করণ
রবীউল আখের ১৪৩৮ হি./মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/জানুয়ারী ২০১৭ খৃ.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

TALAQ O TAHLEEL by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib**. Professor of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (المحتويات)

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

লেখকের ভূমিকা (كلمة المؤلف)

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, মিলন ও বিচ্ছেদ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য সাথী। সবকিছুকে সমন্বয় করেই মানুষ তার চূড়ান্ত ঠিকানার দিকে এগিয়ে চলে। এভাবে চলার পথে তার জীবন চাকা যাতে পথ হারিয়ে গতিহীন হয়ে না পড়ে, সেজন্য সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ প্রেরিত হয়েছে। সেই পথনির্দেশ বা হেদায়াত মেনে চললে জীবনের গাড়ী সঠিক পথে চলবে। নইলে পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হবে। মানুষের পারিবারিক জীবন দু'জন অচেনা নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আর তার মাধ্যমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টির স্বাভাবিক গতি হ'ল সেটাই। কিন্তু কখনো কখনো সেখানে দেখা দেয় বিভেদ। যার পরিণতিতে আসে বিচ্ছেদ। যেটি আল্লাহ্র কাম্য নয়। কিন্তু তিনি সেটা হ'তে দেন অন্যদের শিক্ষা হাছিলের জন্য এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও তার সুস্থ জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য।

আল্লাহ্র অপসন্দনীয় বস্তু সমূহের অন্যতম হ'ল স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা 'তালাক' ব্যবস্থা। কিন্তু তিনি তালাককে সিদ্ধ করেছেন এবং তার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রদান করেছেন। সেই নিয়মের বাইরে গেলেই দেখা দেয় বিপত্তি ও বিশৃংখলা। প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে। তালাক ও তাহলীল অমনিভাবে দু'টি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নাম। তিন তালাক তিন মাসে না দিয়ে এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে হারামকে হালাল করার নোংরা কৌশল হিসাবে 'তাহলীল' বা হিল্লা

প্রথা। জাহেলী যুগের আরবরা এ কাজ করত। ইসলাম এসে তা নিষিদ্ধ করে। অথচ উম্মতের কিছু বিদ্বানের ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে সেই ফেলে আসা জাহেলিয়াত পুনরায় মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। যা অদ্যাবধি টিকে আছে ইসলামের নামে কেবল মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে।

ফলে অসংখ্য মুসলিম নারী-পুরুষ আজ এই অন্যায় ও অত্যাচারী প্রথার অসহায় শিকার হচ্ছে। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করেছি। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, প্রচলিত 'হিল্লা' প্রথা কখনোই ইসলামী প্রথা নয়। এটি স্রেফ একটি জাহেলী কুপ্রথা মাত্র। যার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক মুমিনের আশু করণীয়।[১]

১. উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালের ২রা ডিসেম্বর নওগাঁ যেলার 'বদলগাছি' থানার 'চকআতিথা' গ্রামে হিল্লা-র একটি ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। হাইকোর্ট 'হিল্লা'সহ সকল প্রকারের ফৎওয়া অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে রায় দেন (রিট আবেদন নং ৫৮৯৭/২০০০, রায় ১.১.২০০১ ইং)। এ সময় আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি এবং তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'তালাক' ও 'হিল্লা প্রথা' নামে **মাসিক আত-তাহরীক** গবেষণা পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফেব্রুয়ারী ২০০১-য়ে 'দরসে কুরআন' ও 'দরসে হাদীছ' কলামে আমাদের দু'টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুস্তিকাটি মূলতঃ উক্ত নিবন্ধদ্বয়ের সমষ্টি মাত্র। দুর্ভাগ্য, এরপরেও দেশে 'হিল্লা' চলছে। যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় আসে। সচেতন মুমিনদের উচিত এর বিরুদ্ধে সর্বত্র সোচ্চার হওয়া। -লেখক।

ইসলামে তালাক বিধান
(حكم الطلاق فى الإسلام)

আল্লাহ বলেন,

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَّخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ، تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ✪ (البقرة ٢٢٩)-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ، وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ✪ (البقرة ٢٣٠)-

অনুবাদ : 'তালাক হ'ল দু'বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে। আর তাদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয়। তবে যদি তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না বলে আশংকা করে। এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ'লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই।[২] এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ'ল সীমালংঘনকারী' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না। অতঃপর যদি উক্ত স্বামী তাকে তালাক দেয়, তখন তাদের উভয়ের পুনরায়

২. অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্ত্রী যদি স্বামীকে মোহরানা ফেরৎ দেয়, তাতে কোন দোষ নেই। একে 'খোলা' বা 'ফিসখে নিকাহ' বলে।

ফিরে আসায় কোন দোষ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে। এগুলি আল্লাহ্র সীমারেখা। যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 'তালাক হ'ল দু'বার' অর্থ তালাকে রাজ'ঈ দু'বার। যার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া যায়। এর ব্যাখ্যায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বলেছে, 'এই তালাক' অর্থ যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাক রাজ'ঈ-র কথা বলা হইয়াছে *(ঐ, বঙ্গানুবাদ, টীকা-১৫৮)*। 'নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে' অর্থ 'মহর' অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরী'আতের পরিভাষায় ইহাকে 'খুলা' বলে' *(টীকা-১৫৯)*। 'অতঃপর যদি সে তালাক দেয়' অর্থ দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে না *(টীকা-১৬০)*।[৩]

শানে নুযূল (سبب نزول الآية) :

জনৈক আনছার ব্যক্তি একদা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে আমি কখনোই আশ্রয় দেব না এবং বিচ্ছিন্নও করব না। স্ত্রী বলল, কিভাবে? লোকটি বলল, তোমাকে তালাক দেব। তারপর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরিয়ে নেব। এভাবে চলতে থাকবে। তখন উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর নিকটে এসে অভিযোগ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৪]

'আমর বিন মুহাজির স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনছারী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তালাক প্রাপ্তা হন। সে সময় তালাকের কোন ইদ্দত ছিল না। তখন আল্লাহপাক ইদ্দতকাল বর্ণনা করে (উপরোক্ত) আয়াত নাযিল করেন *(আবুদাঊদ*

---

৩. বঙ্গানুবাদ আল-কুরআনুল করীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা-২, ৭ম মুদ্রণ ১৯৮৩) পৃ. ৫৭।

৪. তিরমিযী হা/১১৯২; হাকেম হা/৩১০৬; তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী হা/১২১০; ইবনু আবী হাতেম, ইবনু কাছীর প্রভৃতি।

হা/২২৮১)। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বাক্বারাহ ২২৯ ও ২৩০ আয়াত নাযিলের পর ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইদ্দত বিহীন তালাকের নিয়ম বাতিল করা হয়। ঐ সময় ইদ্দতের মধ্যে শতবার তালাক দিলেও স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হ'ত না। তাতে স্ত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তালাকের সংখ্যা তিনে সীমিত করে দেন। এমতাবস্থায় স্বামী প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার তথা রাজ'আত করার সুযোগ পেত। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। যেমন উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تفسير الآية) :

অত্র আয়াতদ্বয়ে ইসলামের তালাক বিধান সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী আরবে মহিলাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হ'ত। তাদেরকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বারবার তালাক দেওয়া হ'ত ও ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত। ফলে মহিলাদের ইয্যতের সুরক্ষা, তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ এবং নারী-পুরুষের চিরন্তন পারিবারিক জীবনে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে চূড়ান্ত তালাক বিধান নেমে আসে। যেখানে বলে দেওয়া হয় যে, তালাক দিবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে দু'মাসে দু'বার। এরপর তৃতীয় মাসে তৃতীয় তালাক দিলে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এক্ষণে তালাকের আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করব।-

ইসলামে বিবাহের বিধান

(حكم النكاح فى الإسلام)

আদি পিতা আদম (আঃ)-এর পাঁজর থেকে আল্লাহপাক তার জোড়া হিসাবে স্ত্রী 'হাওয়া'কে সৃষ্টি করেন।[৫] সেখান থেকে স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বংশধারার বিস্তৃতি শুরু হয় *(নিসা ৪/১)*। যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক নেককার নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি তারা নিঃস্ব হয়, তবে

৫. বুখারী হা/৩৩৩১, ৩৩৩০; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ' *(নূর ২৪/৩২)*। এতে বুঝা যায় যে, বিবাহের জন্য দারিদ্র্য কোন বাধা নয় এবং ধনী হওয়া শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা এটি চক্ষু আনতকারী ও লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী'।[৬] এখানে 'সামর্থ্য' বলতে ভরণ-পোষণের সামর্থ্য এবং যৌন সামর্থ্য দু'টিকেই বুঝায়। দ্বিতীয়টি না থাকলে বা ত্রুটিপূর্ণ থাকলে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে অবশ্যই বিবাহ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। অন্য হাদীছে বিবাহকে 'দ্বীনের অর্ধাংশ' বলা হয়েছে।[৭] আল্লাহ বিবাহ বন্ধনকে তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(রূম ৩০/২১)*। তিনি এই বন্ধনকে 'কঠিন বন্ধন' (مِيْثَاقًا غَلِيْظًا) হিসাবে অভিহিত করেছেন *(নিসা ৪/২১)*।

ইসলামে মুমিন ও কাফিরে বিবাহ নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারীকে বিবাহ করা হয় তার চারটি গুণ দেখে। তার সম্পদ, বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীন। এগুলির মধ্যে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে তুমি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে'।[৮] তিনি বলেন, 'দুনিয়া একটি সম্পদ এবং তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল পুণ্যবতী স্ত্রী'।[৯] বিবাহের জন্য অলী ও দু'জন ন্যায়বান সাক্ষী অপরিহার্য। নইলে বিবাহ বাতিল হবে'।[১০] কোন নারী নিজে বিবাহ করবে না বা কাউকে বিবাহ দিবে না।[১১] বিবাহের সময় স্ত্রীর জন্য মোহরানা ফরয (নিসা ৪/৪)। যা স্বামীকে অবশ্যই দিতে হবে।

---

৬. বুখারী হা/৫০৬৫; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়।

৭. مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৭৬৪৭; বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৮৬; মিশকাত হা/৩০৯৬ 'বিবাহ' অধ্যায়-১৩, পরিচ্ছেদ-৩; ছহীহাহ হা/৬২৫।

৮. বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩০৮২।

৯. الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ মুসলিম হা/১৪৬৭ আব্দুল্লাহ বিন 'আমর হ'তে; মিশকাত হা/৩০৮৩ 'বিবাহ' অধ্যায়-১৩, পরিচ্ছেদ-১।

১০. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৭৫; বায়হাক্বী হা/১৩৪৯৬, ৭/১২৫।

১১. ইবনু মাজাহ হা/১৮৮২; মিশকাত হা/৩১৩৭।

অতঃপর দু'জনে মিলে সংসার গড়বে ও সন্তান পালন করবে এবং সমাজের শান্তি ও উন্নয়নে অবদান রাখবে। স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তার স্বামীর সন্তান ও সংসারের দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে'।[১২] বেগানা নারী ও পুরুষের জন্য পরস্পরে পর্দা ফরয। সমাজ জীবনে উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখবে' *(নূর ২৪/৩০-৩১)*।

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকটি যরূরী বিষয় রয়েছে। সেটি হ'ল বিবাহের 'খুৎবা'। যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।[১৩] যার মাধ্যমে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শুনানো হয় এবং যার মাধ্যমে উভয়কে চিরস্থায়ী এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করার বিষয়ে উপস্থিত উভয়পক্ষের দায়িত্বশীল অভিভাবকবৃন্দ ছাড়াও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে সাক্ষ্য রাখা হয়। যদিও এটি কোন আইনী সাক্ষ্য নয়, কিন্তু এটি অদৃশ্য এলাহী সাক্ষ্য। যার গুরুত্ব ঈমানদার স্বামী-স্ত্রীর নিকটে দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে বেশী। যার অনুভূতি উভয়ের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয় এবং উভয়কে সুখে-দুখে, বিপদে-আপদে সংসার জীবনের টানাপোড়েনে সর্বদা হাসি-কান্নার সাথী হিসাবে অটুট ঐক্য ও ভালবাসা বজায় রেখে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলাম নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনকে একটি পবিত্র বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করে। এই বন্ধনের পবিত্রতার উপরে তার ভবিষ্যৎ বংশধারার পবিত্রতা নির্ভর করে। এর ভিত্তিতে তার সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় *(নিসা ৪/১১)*। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আগত সন্তানদের নতুন বংশধারা। স্বামী-স্ত্রী তখন পিতা-মাতা হিসাবে তাদের সন্তানদের অভিভাবকে পরিণত হন। অসহায় কচি বাচ্চাদের লালন-পালন ও তাদের জীবনের উন্নতিই তখন বাপ-মায়ের প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার সম্পর্কের পাশাপাশি তখন আরেকটি স্নেহের সেতুবন্ধন রচিত হয়। একদিকে স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় প্রেমের বন্ধন, অন্যদিকে সন্তানদের

---

১২. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

১৩. আবুদাঊদ হা/২১১৮; আহমাদ হা/৩৭২০; তিরমিযী হা/১১০৫; মিশকাত হা/৩১৪৯।

প্রতি উভয়ের অপত্য স্নেহের অভিন্ন আকর্ষণ। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর জীবন হয়ে ওঠে একক লক্ষ্যে ও অভিন্ন স্বার্থে ভাস্বর, মহীয়ান ও গতিময়। ইহকালে তাদের সংসার হয় স্নেহ-ভালবাসায় আপ্লুত ও পারস্পরিক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ এবং পরকালে তাদের জীবন হয় আল্লাহ্র পরিতোষ লাভে ধন্য ও জান্নাতের বাগিচায় সম্ভাষিত। ইসলাম তাই বিবাহের এই পবিত্র বন্ধনকে সাধ্যপক্ষে টিকিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু এই সুন্দর ইসলামী পরিবারেও অনেক সময় অনাকাঙ্খিত কারণে ভাঙন দেখা দেয়। তখন উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ইসলাম তাদের পৃথক হওয়ার ভদ্রোচিত পন্থাসমূহ উন্মুক্ত রেখেছে। এমনকি পরবর্তীতে উভয়ের মধ্যে পুনরায় বিবাহিত হওয়ার সুযোগ রেখেছে। এক্ষণে আমরা বিভিন্ন ধর্মে তালাক ও ইসলামের তালাক বিধান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা পেশ করব।-

বিভিন্ন ধর্মে তালাক
(الطلاق فى الأديان الأخرى)

ইহূদীদের নিকটে তালাক (الطلاق عند اليهود) :

ইহূদীদের নিকটে কোন ওযর ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া চলে। যেমন অধিক সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তবে এটাকে তারা ভালো মনে করে না। তাদের নিকটে গ্রহণযোগ্য ওযর বা ত্রুটি হ'ল দু'ধরনের : (ক) দৈহিক ত্রুটি। যেমন চোখে কম দেখা, চোখ টেরা হওয়া, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া, পিঠ কুঁজো হওয়া, ল্যাংড়া হওয়া, বন্ধ্যা হওয়া ইত্যাদি। (খ) চরিত্রগত ত্রুটি। যেমন বেশরম হওয়া, বাজে কথা বলা, অপরিচ্ছন্ন থাকা, কৃপণ ও কঠোর প্রকৃতির হওয়া, অবাধ্য হওয়া, অপচয়কারিণী হওয়া, লোভী ও পেটুক হওয়া, মিথ্যা বিষয়ে দাম্ভিক হওয়া ইত্যাদি। তবে যেনা হ'ল তাদের নিকট সবচেয়ে বড় ত্রুটি। এজন্য কেবল যেনার প্রচার হওয়াই যথেষ্ট। প্রমাণের দরকার নেই। পক্ষান্তরে স্বামীর যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক নিতে পারে না। এমনকি যদি স্বামীর যেনা প্রমাণিত হয়, তবুও নয়। এভাবে স্ত্রীরা আমরণ দুষ্টু স্বামীর নিগড়ে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

খ্রিষ্টানদের নিকটে তালাক (الطلاق عند النصارى) :

খ্রিষ্টান মাযহাবগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল তিনটি: ক্যাথলিক, অর্থোডক্স ও প্রটেষ্ট্যান্ট। ক্যাথলিক মাযহাবে তালাক একেবারে নিষিদ্ধ। স্ত্রী চরিত্রে অবিশ্বাস বা খেয়ানত জনিত কারণ ঘটলে তাদের বিছানা পৃথক করা হয় এবং তিলে তিলে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়। তবুও তালাকের মাধ্যমে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় না। একাধিক বিবাহ তাদের ধর্মীয় গাম্ভীর্যের বিরোধী। কেননা ইনজীলের কথিত আয়াতের বর্ণনা মতে 'স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে একটি দেহ। অতএব আল্লাহ যাদের একত্রিত করেছেন, মানুষ তাদের পৃথক করতে পারে না'।[১৪] খ্রিষ্টানদের বাকী দু'টি মাযহাবে সীমিত কয়েকটি ক্ষেত্রে তালাক সিদ্ধ। যার প্রধান হ'ল পারস্পরিক অবিশ্বাস বা খেয়ানত। কিন্তু এই অবস্থায় তাদের মধ্যে তালাক সিদ্ধ হ'লেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ। এমনকি বলা হয়েছে, যদি তারা যেনা ব্যতীত অন্য কারণে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয় ও অন্যকে বিয়ে করে, তবে তারা যেনা করল' *(ইনজীল মাত্তা ও মারকুছ)*। এতে দেখা যায় যে, খ্রিষ্টান ধর্মেও ইহূদীদের ন্যায় স্ত্রীদের পৃথক হয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

হিন্দু ধর্মে তালাক (الطلاق فى الهندوسية) :

হিন্দু ধর্মে তালাকের অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর জন্য নির্ধারিত। ফলে স্ত্রীকে মুখ বুঁজে সবকিছু সহ্য করতে হয়। কেননা এ ধর্মে বিবাহকে চিরস্থায়ী বন্ধন হিসাবে গণ্য করা হয়। সেখানে নারীদের দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার নেই। তারা পিতার সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত। সেকারণ বিয়ের সময় পিতা যৌতুক হিসাবে কন্যাকে সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে দেয়। যেখানে বিধবা বিবাহের সুযোগ নেই। ফলে স্বামীর মৃত্যু হ'লে তার জ্বলন্ত চিতায় সদ্য বিধবা জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। যা 'সতীদাহ প্রথা' বলে প্রসিদ্ধ। যার বিরুদ্ধে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে আইন করা হয়।

---

১৪. وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ، فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ ইনজীল মারকুছ ৮ ও ৯ আয়াত।

বিবাহ বিচ্ছেদের সহজ সুযোগ না থাকায় ইহূদী-খ্রিষ্টানদের ন্যায় হিন্দু ধর্মেও যেনা-ব্যভিচার সঙ্গত কারণেই ব্যাপক আকার ধারণ করে।

জাহেলী যুগের তালাক (الطلاق في الأيام الجاهلية) :

প্রাক-ইসলামী যুগে জাহেলী আরবে নারীদের নির্যাতন করার জন্য তালাককে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিত। আবার ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিত। এইভাবে শতাধিকবার তালাক ও রাজ'আতের ঘটনা ঘটত। কখনো কোন স্বামী বলে বসতো, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে কখনোই তালাক দিব না, ঘরে আশ্রয়ও দেব না। স্ত্রী বলত, সেটা কিভাবে সম্ভব? স্বামী বলত, তোমাকে তালাক দিব। তারপর ইদ্দত শেষ হবার আগেই ফিরিয়ে নেব। আবার তালাক দেব। আবার ফিরিয়ে নেব। এভাবেই চলবে। তোমাকে শান্তিতে থাকতেও দেব না, যেতেও দেব না। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি চুপ থাকেন। অতঃপর দরসের আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় *(তিরমিযী হা/১১৯২)*। যাতে বলা হয় যে, 'তালাক মাত্র দু'বার'... অর্থাৎ মাত্র দু'বারই তালাক দিয়ে ফেরত নেওয়া যাবে। তৃতীয় বারে আর নয়। তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।[১৫]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পূর্বতন স্বামীর নিকট পুনরায় ফিরে আসার অনুমতি প্রদান *(বাক্বারাহ ২/২৩০)* আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নারী সমাজের প্রতি একটি বড় ধরনের অনুগ্রহ। কেননা তাওরাতের বিধান মতে সে আর বিবাহ করতে পারে না। ইনজীলের বিধান মতে তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে তালাক নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের শরী'আত বান্দার কল্যাণ বিচারে পূর্ণাংগ ও স্থিতিশীল। ফলে ঐ স্বামীকে চতুর্থবারের সুযোগ দিয়েছে'। অর্থাৎ সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বিদায় করার পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলেও সেই স্বামী কর্তৃক স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হ'লে পুনরায় পূর্ব স্বামী তাকে গ্রহণ করতে

১৫. সাইয়িদ সাবিক্ব মিসরী (১৩৩৫-১৪২০ হি./১৯১৫-২০০০ খৃ.), ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : ১৪১২/১৯৯২) 'তালাক' অধ্যায় ২/২৮০-৮২ পৃ.।

পারে’ *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। তবে কোন অপকৌশলের আশ্রয় নিলে দ্বিতীয় স্বামী ‘ভাড়াটে ষাঁড়’ হবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৬)*। তাদের ঐ বিয়ে বাতিল হবে এবং পূর্বতন স্বামীর জন্য তা হালাল হবে না।[১৬]

ইসলামের তালাক বিধান (حكم الطلاق فى الإسلام) :

‘তালাক্ব’ (الطلاق) অর্থ : বন্ধনমুক্তি। যেমন বলা হয়, أُطْلِقَ الْأَسِيْرُ ‘বন্দী মুক্ত হয়েছে’। শারঈ পরিভাষায় তালাক অর্থ : স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। ইসলামে তালাককে অপসন্দ করা হয়েছে। যদিও বেদ্বীনী, অবাধ্যতা, যেনা প্রভৃতি চূড়ান্ত অবস্থায় এটাকে জায়েয রাখা হয়েছে এবং তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। দরসে বর্ণিত আয়াতের আলোকে এক্ষণে আমরা ইসলামের তালাক বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করব।-

তালাক হ’ল ‘মুবাহ’ (المباح)। যা বাধ্যগত অবস্থায় করাতে দোষ নেই। ইসলামে তালাকের অধিকার সীমিত করা হয়েছে তিনবারের মধ্যে। প্রথম দু’বার ‘রাজ‘ঈ’ ও শেষেরটি ‘বায়েন’। অর্থাৎ ইসলামে তালাকের বিধান রাখা হ’লেও স্বামীকে ভাববার ও সমঝোতা করার সুযোগ দেওয়া হয় স্ত্রীর তিন ঋতুকাল বা তিন মাস যাবত। এর মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। যাকে ‘রাজ‘আত’ বলা হয়। কিন্তু সার্বিক চিন্তা-ভাবনার পর ঠাণ্ডা মাথায় তৃতীয়বার তালাক দিলে তখন আর ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না।

রাজ‘ঈ তালাকের পদ্ধতি সমূহ (نظام التطلقات الرجعية) :

(১) স্ত্রীকে তার ঋতুমুক্তির পর পবিত্র অবস্থার শুরুতে মিলন ছাড়াই স্বামী প্রথমে এক তালাক দিবে। অতঃপর সহবাসহীন অবস্থায় তিন ঋতুর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে রাজ‘আত করতে পারে।

---

১৬. ছালেহ বিন ফাওযান (জন্ম : ১৩৫৪ হি./১৯৩৫ খৃ.), আল-মুলাখখাছুল ফিক্বহী (কায়রো : দার ইবনুল জাওযী, ৫ম মুদ্রণ ১৪১৭/১৯৯৬), পৃ. ৩১৭-১৮।

অর্থাৎ ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পরে ফেরত নিতে চাইলে তাকে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে হবে। ইদ্দতকালে স্ত্রী স্বামীগৃহে স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। অবস্থানকালে স্বামী স্ত্রীকে খোরপোষ দিবে। এটিই হ'ল তালাকের সর্বোত্তম পন্থা।

(২) সহবাসহীন তুহরে প্রথম তালাক দিয়ে ইদ্দতের মধ্যে পরবর্তী তুহরে ২য় তালাক দিবে এবং ইদ্দতকাল গণনা করবে। অতঃপর পরবর্তী তুহরের শুরুতে তৃতীয় তালাক দিবে ও ঋতু আসা পর্যন্ত সর্বশেষ ইদ্দত পালন করবে। তৃতীয়বার তালাক উচ্চারণ করলে স্ত্রীকে আর ফেরৎ নেওয়া যাবে না। অতএব ২য় তুহরে ২য় তালাক দিলে ৩য় তুহরের শেষ পর্যন্ত তালাক না দিয়ে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখানেও পূর্বের ন্যায় যাবতীয় বিধান বহাল থাকবে *(বাক্বারাহ ২/২২৯; তালাক ৬৫/১)*। ইসলামের সোনালী যুগে এই তালাকই চালু ছিল। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ✪ (الطلاق ١)-

'হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তালাকের পর স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করো না এবং তারাও যেন স্বামীগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে না যায়। যদি না তারা স্পষ্ট ফাহেশা কাজে লিপ্ত হয়। এগুলি হ'ল আল্লাহ্র সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারেখা লংঘন করে, সে নিজের উপরে যুলুম করে। তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন (সমঝোতার) পথ বের করে দিবেন' *(তালাক্ব ৬৫/১)*।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তালাক হ'ল মূলতঃ ইদ্দত গণনার তালাক, একসাথে তিন তালাক নয়। স্বামী ও স্ত্রীকে অবশ্যই নির্ধারিত ইদ্দত গণনা

করতে হবে। এজন্য কমপক্ষে তিন ঋতুমুক্তির তিন মাস স্বামী অবকাশ পাবেন যে, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারবেন কি-না। এছাড়া স্ত্রীকে স্বামীগৃহেই অবস্থান করতে হবে। এর দ্বারা উভয়কে পুনর্মিলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, এগুলি হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত 'হুদূদ' বা সীমারেখা, যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

(৩) ২য় তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا 'আর যদি তারা পরস্পরে মীমাংসা চায়, তবে তাদের স্বামীরাই তাদের ফিরিয়ে নেবার অধিক হকদার' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। আর ইদ্দতকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*। এমতাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে পুনরায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে ঘর-সংসার করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ 'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের (রাজ'ঈ) তালাক দাও। অতঃপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তারা উভয়ে যদি ন্যায়ানুগভাবে পরস্পরে সম্মত হয়, সে অবস্থায় স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*।

মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ)-এর বোন জুমাইলা (جُمَيْلَة بِنْتِ يَسَار) তালাকপ্রাপ্তা হ'লে ইদ্দত চলে যাওয়ার পর তার পূর্ব স্বামী আবুল বাদ্দাহ আনছারী পুনরায় তাকে বিয়ের পয়গাম পাঠালে মা'ক্বিল উক্ত বিয়েতে অস্বীকৃতি জানান। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৫১৩০)*। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, অলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়। কেননা মা'ক্বিলের বোন বালেগা ছিলেন। যদিও বালেগা নারী নিজের মতামত দানে স্বাধীন এবং অবশ্যই তার মতামত অগ্রগণ্য। তবে তিনি একাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী নন *(কুরতুবী, তাফসীর বাক্বারাহ* ২৩২ *আয়াত)*। কেননা অত্র আয়াত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে।

এখানে জুমাইলার ভাই মা'ক্বিল বিয়েতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। আয়াত নাযিলের পর তিনি পুনরায় স্বীকৃত হন ও বিবাহ দেন।

তবে তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিবাহিতা হয় ও সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

২য় তালাকের ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর ৩য় তালাক প্রদান করলে তা গণ্য হবে না। কারণ তালাক দিতে হয় ইদ্দতকালের মধ্যে। আল্লাহ বলেন, 'আর তাদেরকে ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক' *(তালাক ৬৫/১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন[১৭] এবং ওটাকে কিছুই গণ্য করেননি' *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*। কেননা ঋতু অবস্থায় তালাক দেওয়া জায়েয নয়।[১৮] তবে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ওটাকে এক তালাক রাজ'ঈ গণ্য করা হয় *(বুখারী হা/৫২৫৩)*।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল : এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক বায়েন দিলে ইদ্দত গণনার উক্ত সীমারেখা মেনে চলা যায় কি? যেখানে প্রথম তালাকের ইদ্দতকাল এক ঋতু শেষে ২য় তালাক পর্যন্ত। অতঃপর ২য় তালাকের ইদ্দতকাল ২য় ঋতু শেষে ৩য় তালাক পর্যন্ত- এভাবে হিসাব করে বিরতিসহ ইদ্দত গণনার কোন সুযোগ থাকে কি? যদি না থাকে, তাহ'লে সেটা কোন্ ধরনের তালাক হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও এরূপ তালাকের কোন অস্তিত্ব আছে কি?

সুন্নী ও বিদ'আতী তালাক (الطلاق السنى والبدعى) :

বিভিন্ন ফিক্বহ গ্রন্থে তালাককে আহসান (أحسن), হাসান (حسن) ও বিদ'ঈ (بدعى) তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। অতঃপর কুরআন-হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত তালাক বিধানকে 'সুন্নী তালাক' ও আবিষ্কৃত একত্রিত তিন

১৭. বুখারী হা/৫২৫১; মুসলিম হা/১৪৭১।

১৮. বিস্তারিত দ্রঃ রিয়ায : ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/১৪৭, ফৎওয়া নং ৮২৫; মাসিক আত-তাহরীক মার্চ'১৫, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২২/২২২।

তালাককে 'বেদ'ঈ তালাক' নামে অভিহিত করা হয়েছে *(হেদায়া ২/৩৫৪-৫৫)*। অথচ মুসলমান 'সুন্নাত' মানতে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই 'বিদ'আত' মানতে পারে না। কেননা দ্বীনের নামে সকল প্রকার বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত।[১৯] আর বিদ'আতের একমাত্র পরিণাম হ'ল জাহান্নাম।[২০] অথচ বিদ'আতী তালাককে আইনসিদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে পাপের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে। হিল্লা বা 'তাহলীল'-এর ন্যায় জাহেলী আরবের ফেলে আসা নোংরা প্রথাকে ফাসিদ ক্বিয়াসের মাধ্যমে ইসলামী সমাজে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার সরাসরি ও অসহায় শিকার হচ্ছে মুসলিম নারী সমাজ।

উল্লেখ্য যে, সূরায়ে তালাক্ব-এর ২য় আয়াতের[২১] আলোকে ছাহাবীগণের মধ্যে হযরত আলী ও ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ), তাবেঈগণের মধ্যে আত্বা, ইবনু জুরায়েজ ও ইবনু সীরীন এবং ইমামিয়া শী'আগণ তালাকের ক্ষেত্রেও দু'জন ন্যায়বান সাক্ষীর শর্ত আরোপ করেন। যেরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। তবে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অন্যান্য বিদ্বানগণের নিকট বিবাহের ন্যায় তালাক কেবলমাত্র স্বামীর অধিকার। সেকারণ তালাক দেওয়ার জন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও জমহূর ছাহাবায়ে কেরাম থেকেও কোন প্রমাণ নেই'।[২২]

---

১৯. মুসলিম হা/৮৬৭; মিশকাত হা/১৪১ 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

২০. নাসাঈ হা/১৫৭৮ 'কিভাবে ঈদায়নের খুৎবা দিতে হবে' অনুচ্ছেদ।

২১. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– 'যখন তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যায়, তখন তোমরা হয় সুন্দরভাবে তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় সুন্দরভাবে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিয়ো। এর মাধ্যমে তোমাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন' *(তালাক ৬৫/২)*।

২২. বাক্বারাহ ২/২৩১; আহযাব ৩৩/৪৯; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯০-৯২ পৃ.; ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট রাজ'আত ও তালাকের ক্ষেত্রে এই সাক্ষী রাখাটা 'মানদূব'। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখার হুকুম *(বাক্বারাহ ২/২৮২)* মানদূব। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর নিকট রাজ'আতের সময় ওয়াজিব এবং তালাকের সময় মানদূব। সাক্ষী রাখার ফায়েদা হ'ল, যাতে দু'জনের কেউ মারা গেলে অপরজন বিয়ে বাকী আছে বলে মীরাছ দাবী করতে পারে' *(কুরতুবী, তালাক ২ আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

উপরোক্ত তালাক বিধানে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম বাধ্যগত অবস্থায় তালাক জায়েয রাখলেও মূলতঃ সেটা তার কাম্য নয়। বরং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও তাদেরকে পুনরায় দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসার সকল বৈধ সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছে। তাকে এক মাস, দু'মাস, তিন মাস যাবত চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে। ইদ্দতকালে স্ত্রীকে স্বামীগৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে। সবশেষে দ্বিতীয়বার পর্যন্ত 'তালাক্ব' শব্দটি উচ্চারণ করলেও কুরআন 'তৃতীয় তালাক' বা 'তালাক্বে বায়েন' (বিচ্ছিন্নকারী তালাক) কথাটি উচ্চারণ করেনি। বরং ইঙ্গিতে বলেছে, দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পরে এক্ষণে সে তার স্ত্রীকে সুন্দরভাবে রাখুক অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক' *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কুরআনে দু'বার তালাক দেবার কথা পাচ্ছি। কিন্তু তৃতীয় তালাক কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ 'অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক'।[২৩] আবু উমার বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্র বাণী أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ('অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক') এটাই হ'ল দ্বিতীয় তালাকের পর তৃতীয় তালাক' *(কুরতুবী)*।

অর্থাৎ আল্লাহ চান না যে, বান্দা স্বীয় স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিক। কেননা তৃতীয় তালাক দিলে সে আর তার স্ত্রীকে ফেরত পাবে না। যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়। আর সেটা নিতান্তই কল্পনার বস্তু।

কুরতুবী বলেন, বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ 'অথবা সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় করুক' দ্বারা দুই তালাকের পরে তৃতীয় তালাক বুঝানো হয়েছে। আর এটা বুঝা গেছে পরবর্তী বক্তব্য فَإِنْ طَلَّقَهَا.... 'অতঃপর যদি সে (২য় স্বামী) তাকে তালাক দেয়'

---

২৩. ইবনু আবী হাতেম হা/২২১০; ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত; দারাকুৎনী হা/৩৮৪৪, সনদ 'হাসান'; কুরতুবী হা/১২১৪, সনদ 'হাসান ইনশাআল্লাহ'।

আয়াতাংশ দ্বারা। অতঃপর বিদ্বানগণ এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক অথবা দুই তালাক দিবে, সে ব্যক্তি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যদি তৃতীয়বার তালাক দেয়, তাহ'লে ঐ স্ত্রী তার জন্য আর হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করবে'। আর এটিই কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য (محكم القران)। যাতে কারু কোনরূপ মতভেদ নেই'।[২৪]

আল্লাহ এতই মেহেরবান যে, সর্বশেষ তৃতীয়বার তালাকের কারণে উক্ত স্বামী ও স্ত্রীকে চিরকালের মত পরস্পরের জন্য নিষিদ্ধ করেননি। বরং যদি কখনও দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেয়, তখন সে পুনরায় তার পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে, যদি উভয়ে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে রাযী হয়। এতেই বুঝা যায় যে, বিবাহের পবিত্র বন্ধনকে আল্লাহ পাক কত বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্য কতভাবেই না বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ। 'যে মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোন ক্ষতির আশংকা ছাড়াই তালাক প্রার্থনা করল, তার উপরে জান্নাতের সুগন্ধি হারাম'।[২৫]

খোলা :

'খোলা' (اَلْخُلْعُ) অর্থ : মুক্ত করা বা বিচ্ছিন্ন করা। স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শারঈ পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয়। স্ত্রী স্বামীর জন্য পোষাক স্বরূপ। যখন সেটি সে খুলে নেয়, তখন সেটাকে 'খোলা' বলা হয়।[২৬]

---

২৪. কুরতুবী, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত।

২৫. আহমাদ হা/২২৪৩৩; তিরমিযী হা/১১৮৭; মিশকাত হা/৩২৭৯ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/২০৩৫।

২৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১৯ পৃ.।

মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কন্যা জামীলা একদিন ফজরের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে তার স্বামী ছাবিত বিন ক্বায়েস বিন শাম্মাস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, সে তাকে মেরেছে ও অঙ্গহানি করেছে। সে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার দ্বীন বা চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না বরং তার বেঁটে দেহ ও কুৎসিত চেহারার অভিযোগ করি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আল্লাহ্‌র ভয় না থাকত, তাহ'লে বাসর রাতে আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে ডাকালেন ও তার মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাকে 'মোহর' স্বরূপ আমার সবচেয়ে মূল্যবান দু'টি খেজুর বাগান দিয়েছিলাম, যা তার অধিকারে আছে। যদি সেটা আমাকে ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন মহিলাকে বললেন, তুমি কি বলতে চাও। মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। ফেরৎ দেব। চাইলে আরো বেশী দেব'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিতকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে পৃথক করে দাও। অতঃপর তাই করা হ'ল।[২৭] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল 'খোলা'-র প্রথম ঘটনা এবং এটাই হ'ল 'খোলা'-র মূল দলীল।[২৮]

ইবনু জারীর বলেন যে, উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে অত্র আয়াত (বাক্বারাহ ২২৯-এর শেষাংশ) নাযিল হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন,

---

২৭. বুখারী হা/৫২৭৩; মুওয়াত্ত্বা হা/২০৮২; আবুদাঊদ হা/২২২৮; ইবনু জারীর হা/৪৮০৭; নাসাঈ হা/৩৪৬৩; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৬; ইবনু কাছীর ১/২৮১-৮২; মিশকাত হা/৩২৭৪ 'বিবাহ' অধ্যায়-১৩ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ-১১; ইরওয়া হা/২০৩৬; ইবনু হাজার দু'টিকে পৃথক ঘটনা মনে করেন। শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো : ১৩৯৮/১৯৭৮ খৃ.) 'খোলা' অনুচ্ছেদ, ৮/৪৩ পৃ.।

মহিলাটির নামে মতভেদ আছে। কোন বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর 'বোন' *(ত্বাবারী হা/৪৮০৭)*, কোন বর্ণনায় 'কন্যা' *(ত্বাবারী হা/৪৮১০)*, কোন বর্ণনায় 'হাবীবাহ বিনতে সাহ্ল' *(ত্বাবারী হা/৪৮০৮; আবুদাঊদ হা/২২২৮)*। তাফসীর ত্বাবারীর ভাষ্যকার আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (১৩০৯-১৩৭৭ হি./১৮৯২-১৯৫৮ খৃ.) বলেন, ইনি হ'লেন জামীলা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ছিলেন বিখ্যাত ছাহাবী। তাঁর বোন ছিলেন জামীলা। যারা উভয়ে সংক্ষেপে তাদের দাদার দিকে সম্পর্কিত হ'তেন। এটাই সঠিক। ইবনু হাজার ও অন্যান্য বিদ্বানগণ এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন *(তাফসীর ত্বাবারী হা/৪৮০৭-এর টীকা)*।

২৮. ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ২২৯ আয়াত।

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ-

‘এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ’লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই। এটাই আল্লাহ্‌র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ’ল সীমালংঘনকারী’ *(বাক্বারাহ ২/২২৯-এর শেষাংশ)*।

‘খোলা’ মূলতঃ ‘ফিসখে নিকাহ’ বা বিবাহ বিচ্ছেদ। কুরআনে দু’টি তালাক দেওয়ার পরে তৃতীয় তালাক-এর পূর্বে মালের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বা ‘খোলা’-র কথা এসেছে। এতে বুঝা যায় যে, ‘খোলা’ তালাক নয়, বরং বিচ্ছেদ মাত্র। যদি খোলা তালাকই হ’ত, তবে ২৩০ আয়াতে বর্ণিত শেষের তালাকটি চতুর্থ তালাক বলে গণ্য হ’ত। অথচ সকল বিদ্বান একমত যে, শেষে যে তালাক-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি তৃতীয় তালাক, চতুর্থ তালাক নয়। নবী করীম (ছাঃ) ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রীকে ‘খোলা’ করে নেওয়ার পর তাকে ‘খোলা’র ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন।[২৯]

---

২৯. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا নাসাঈ হা/৩৪৯৭; আবুদাঊদ হা/২২২৯-৩০; তিরমিযী হা/১১৮৫; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৮, হাদীছ ছহীহ; নায়লুল আওত্বার ৮/৪১ পৃ.। উল্লেখ্য যে, বুখারী (হা/৫২৭৩)-এর বর্ণনায় এসেছে, اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ‘তুমি বাগিচাটি ফেরৎ নাও এবং স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে দাও’। এর ব্যাখ্যায় উপরে বর্ণিত হাদীছে حَيْضَةً وَاحِدَةً ‘এক ঋতুকাল অপেক্ষা কর’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটি তালাক নয়, স্রেফ ‘খোলা’ বা বিচ্ছেদ। যেটি তিরমিযী (হা/১১৮৫)-এর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে, أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ ‘ছাবেত বিন ক্বায়েস-এর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তার স্বামীর নিকট থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে এক ঋতুকাল ইদ্দত গণনা করতে বলেন’ *(তিরমিযী হা/১১৮৫)*।

উক্ত হাদীছটিও প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়। কারণ যদি তালাক হ'ত, তবে উক্ত মহিলাকে তিনি তিন 'তুহর' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। বুখারী শরীফে 'খোলা'র ক্ষেত্রে যে 'তালাক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা উক্ত হাদীছটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত। পক্ষান্তরে আবুদাঊদ, নাসাঈ, মুওয়াত্ত্বা বর্ণিত খোলাকারিণী মহিলা ছাবিত-এর স্ত্রী জামীলা-র বর্ণনায় এসেছে وَخَلِّ سَبِيْلَهَا 'মহিলাকে ছেড়ে দাও'। অতএব এ বিষয়ে উক্ত মহিলার বক্তব্যই অগ্রাধিকারযোগ্য।[৩০] কারণ তিনিই হ'লেন মূল বর্ণনাকারী।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'খোলা' যে তালাক নয়, তার প্রমাণ হ'ল তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে তিনটি বিধানের কথা বলেছেন সেগুলির সব ক'টি 'খোলা'তে পাওয়া যায় না। বিধান তিনটি নিম্নরূপ-

(১) 'তালাকে রাজ'ঈ'র পর স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু 'খোলা' হ'লে স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত তা পারবে না।

(২) 'তালাক' তিনটি পর্যন্ত সীমিত। সুতরাং তালাকের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও মিলন না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু 'খোলা'র ক্ষেত্রে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ না করেই নতুন বিবাহের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারে।

(৩) 'খোলা'র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু। পক্ষান্তরে সহবাস কৃত স্ত্রীর জন্য তালাকের ইদ্দত হ'ল তিন তুহর'।[৩১]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে বলেন, ইমাম তিরমিযী যে বলেছেন, অধিকাংশ ছাহাবী বিদ্বানের নিকট খোলা-র ইদ্দত

---

৩০. নায়লুল আওত্বার ৮/৪৫-৪৬; নাসাঈ হা/৩৪৯৭; যাদুল মা'আদ ৫/৬০১।

৩১. শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ (৬৯১-৭৫১ হি.), যাদুল মা'আদ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ ২৯তম সংস্করণ, ১৪১৬/১৯৯৬) الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْخُلْعَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ অনুচ্ছেদ ৫/১৮০-৮১ পৃ.। খাত্ত্বাবী বলেন, খোলা যে তালাক নয় তার সবচেয়ে বড় দলীল হ'ল এই যে, তার ইদ্দত হ'ল এক ঋতু। তালাক হ'লে এক ঋতু যথেষ্ট হ'ত না' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৭-২৮ টীকা)*।

হ'ল তালাকের ন্যায়' বক্তব্যটি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের বিরোধী। তাছাড়া ইবনুল ক্বাইয়িমের বক্তব্য তিরমিযীর বক্তব্যের বিরোধী। যেখানে তিনি বলেছেন, لاَ يَصِحُّ عَنْ صَحَابِيٍّ أَنَّهُ طَلاَقٌ أَلْبَتَّةَ 'এটা যে অবশ্যই তালাক, এ ব্যাপারে কোন ছাহাবী থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়নি'। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, যে হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী উক্ত মন্তব্য করেছেন, সে হাদীছে এক ঋতুর ইদ্দতের কথা বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৫)*। অতএব তাঁর বক্তব্য হাদীছের বিরোধী হচ্ছে।[৩২]

ঋতুকালে বা পবিত্রতাকালে, সহবাসকৃত বা সহবাসহীন, সকল অবস্থায় স্ত্রী 'খোলা' করতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৩)*। 'মোহরানা' ফিরিয়ে দিয়ে বা অন্য কোন মালের বিনিময়ে 'খোলা' করাই দলীল সম্মত। তবে মালের বিনিময় ছাড়াও 'খোলা' হ'তে পারে। বিশেষ করে স্বামীর পক্ষ থেকে যদি স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কুমতলব থাকে, তবে সেখানে মালের বিনিময় ছাড়াই আদালত উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কারণ হাদীছে এসেছে, لاَ ضَرَرَ وَلاَضِرَارَ 'ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না'।[৩৩]

তালাকে বায়েন (الطلاق البائن) :

'যে তালাক দ্বারা স্ত্রী চূড়ান্তভাবে পৃথক হয়ে যায়, তাকে তালাকে বায়েন বা বিচ্ছিন্নকারী তালাক বলে'। এটি চারটি অবস্থায় হ'তে পারে।-

(১) সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া। এই তালাকের কোন ইদ্দতকাল নেই, বরং তালাকের পরেই স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

---

৩২. فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ তিরমিযী হা/১১৮৫; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী বলেন, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَة فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَة عِدَّةُ الْمُطَلَّقَة ثَلاَثُ حِيَضٍ অথচ বক্তব্যটি তাঁর আনীত হাদীছের বিপরীত এবং এটি ছাহাবীগণেরও বিপরীত।- নায়লুল আওত্বার ৬/২৯৫ 'খোলা' অধ্যায়।

৩৩. ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০-৪১; ছহীহাহ হা/২৫০।

(২) যখন তৃতীয় তালাক পূর্ণ হবে। যেমন প্রথমবার পবিত্র হওয়ার পরেই সহবাসহীন অবস্থায় এক তালাক দিল। ২য় বার একইভাবে তালাক দিল। তৃতীয় বার একইভাবে তালাক দিল। কিন্তু এবার আর ফেরৎ নিতে পারবে না। কেননা ঐ তালাক এবার 'বায়েন' তালাকে পরিণত হ'ল। এরপর তার পক্ষে আর পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরে যাবার পথ নেই। যতক্ষণ না সে অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ করে ও স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২২৯-এর প্রথমাংশ ও ২৩০)*।

(৩) মালের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর তালাক গ্রহণ করা। যাকে 'খোলা' বলা হয় *(বাক্বারাহ ২/২২৯-এর শেষাংশ)*। এ সময় স্বামী কেবল তখনই মালের বিনিময় পাবে, যখন সে স্ত্রীর মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে রাখবে। নচেৎ স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময়ের দাবী করা যাবে না।

(৪) স্বামীর কোন মারাত্মক ত্রুটির কারণে বা দীর্ঘ কারাবাসের কারণে বা দীর্ঘদিন স্বামী নিখোঁজ হওয়ার কারণে আদালতের মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বাতিল করা। এটাকে 'ফিস্খে নিকাহ' বলে।[৩৪]

ইদ্দত (العدة) :

অর্থ গণনা করা। পারিভাষিক অর্থে স্বামী থেকে বিচ্ছেদের পরে বা স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্যত্র বিবাহ ব্যতীত স্ত্রী যে সময়কাল অতিবাহিত করে, তাকে ইদ্দতকাল বলা হয়'। জাহেলী যুগে এটি প্রচলিত ছিল। ইসলামী যুগেও সেটি বহাল রাখা হয়।

ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। রাসূল (ছাঃ) তালাকপ্রাপ্তা ফাতেমা বিনতে ক্বায়েসকে তার চাচাতো ভাই অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে তিন মাসের ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দেন *(মুসলিম হা/১৪৮০)*।

ইদ্দত পালন করার কল্যাণকারিতা :

(১) গর্ভে সন্তান আছে কি-না নিশ্চিত হওয়া এবং যাতে অন্যের ঔরস তার সাথে যুক্ত না হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

---

৩৪. আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আলে মাহমূদ, আত-তালাকুস সুন্নী ওয়াল বেদ'ঈ (ক্বাতার : সরকারী প্রকাশনা ১৯৮৪) পৃ. ৬২।

(২) স্বামী-স্ত্রী পুনরায় সংসার করতে পারবে কি-না চিন্তার সুযোগ দেওয়া।

(৩) বিবাহের গুরুত্ব বুঝানো এই মর্মে যে, বিবাহ করা ও তা ছিন্ন করা দু'টিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি খেল-তামাশার বিষয় নয় যে, যখন খুশী গ্রহণ করব ও যখন খুশী ছেড়ে দিব।

(৪) বিবাহ একটি স্থায়ী বিষয়। এর দূরবর্তী সামাজিক কল্যাণকারিতা অনুধাবন করা।[৩৫]

ইদ্দতের প্রকারভেদ :

(১) সহবাসকৃত স্ত্রীর জন্য তিন ঋতু *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*।

(২) নাবালিকা অথবা ঋতু বন্ধ হওয়া নারীর জন্য তিন মাস *(তালাক ৬৫/৪)*।

(৩) সহবাসকৃত বা সহবাসহীন বিধবা স্ত্রীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*।

(৪) গর্ভবতী নারীর জন্য গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত *(তালাক ৬৫/৪)*।

(৫) তালাকপ্রাপ্তা সহবাসহীন স্ত্রীর জন্য কোন ইদ্দত নেই *(আহযাব ৩৩/৪৯)*।

(৬) 'খোলা'-র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু *(নাসাঈ হা/৩৪৯৭)*।

অসিদ্ধ তালাক (الطلاق الباطل) :

১. ক্রোধান্ধ অবস্থার তালাক : ক্রোধান্ধ অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেকারণে দাম্পত্য জীবনের সিদ্ধান্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্রুদ্ধ অবস্থায় দিলে ইসলামী শরী'আত ঐ তালাককে অগ্রাহ্য করেছে। ক্রোধান্ধ বলতে ঐ ক্রোধকে বুঝায়, যে ক্রোধে স্বামীর হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়'।[৩৬]

---

৩৫. অলিউল্লাহ আহমাদ বিন আব্দুর রহীম দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ (তাহকীক : সাইয়িদ সাবেক্ব, বৈরূত : দারুল জীল, ১ম সংস্করণ ১৪২৬ হি./২০০৫ খৃ.) 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ ২/২১৯-২০ পৃ.; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৪১।

৩৬. ড. ওছহবাহ আয-যুহায়লী, আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ (বৈরূত : দারুল ফিক্র ২য় সংস্করণ ১৪০৫/১৯৮৫) ৭/৩৬৫ পৃ.।

২. পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার তালাক : এই অবস্থায় দেওয়া কোন তালাক গ্রাহ্য হবে না। এইরূপ এক ব্যক্তিকে খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয নেশা করার শাস্তি স্বরূপ (আশি) বেত মেরেছিলেন। অতঃপর তার স্ত্রীকে তার কাছে ফেরৎ দিয়েছিলেন।[৩৭] তবে হানাফী মাযহাব মতে এই অবস্থায় তালাক পতিত হবে *(কুদূরী পৃ. ১৫৬)*।

৩. যবরদস্তি তালাক : স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা প্রতারণা করে তার নিকট থেকে তালাক আদায় করা নিষিদ্ধ। বরং ঐসব স্ত্রীর জন্য 'খোলা' করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ছাহাবায়ে কেরাম যবরদস্তি তালাককে তালাক হিসাবে গণ্য করতেন না *(যাদুল মা'আদ ৫/১৮৯)*। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে যবরদস্তি তালাক পতিত হবে না। তবে হানাফী মাযহাব মতে পতিত হবে। কেননা হাদীছে এসেছে, বিবাহ, তালাক ও রাজ'আত এই তিনটি বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা গ্রহণযোগ্য নয়'।[৩৮] অতএব যবরদস্তি অবস্থায় তালাক পতিত হবে।

জবাবঃ হাসি-ঠাট্টা আর যবরদস্তি এক বস্তু নয়। অতএব যবরদস্তি তালাক পতিত না হওয়াটাই হাদীছ ও যুক্তি সম্মত।[৩৯]

৪. ঋতুকালে বা নেফাস অবস্থায় তালাক, সহবাসকৃত পবিত্র অবস্থায় তালাক, সহবাসহীন একই তুহরে একত্রিত বা পৃথকভাবে তিন তালাক প্রদান করা।

যবরদস্তি, ক্রুদ্ধ, পাগল, বেহুঁশ, অজ্ঞান, নাবালক বা নিদ্রাবস্থায় উচ্চারিত বা প্রদত্ত তালাক হিসাবে তালাক গণ্য হবে না। যার দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

---

৩৭. যাদুল মা'আদ ৫/১৯১; আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী কুরতুবী (৩৮৪-৪৫৬ হি.), আল-মুহাল্লা বিল আছার, তাহকীক : ড. আব্দুল গাফফার সুলায়মান আল-বান্দারী বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ৯/৪৭৩-৭৪, মাসআলা ক্রমিক ১৯৬৪-এর আলোচনা।

৩৮. ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ তিরমিযী হা/১১৮৪; আবুদাউদ হা/২১৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২০৩৯; মিশকাত হা/৩২৮৪; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১৮৬২, ৬/২২৪।

৩৯. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ ৭/৩৬৭।

(১) আল্লাহ বলেন, مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ– 'যার উপরে (কুফরীর জন্য) যবরদস্তি করা হয়, অথচ তার হৃদয় ঈমানের উপর অটল থাকে, সে ব্যতীত' *(নাহ্ল ১৬/১০৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ 'তিনটি ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে (ক) ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগরিত হয় (খ) নাবালক শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় (গ) জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়'।[৪০] তিনি আরও বলেন, لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِى غَلاَقٍ– 'তালাক নেই ও দাসমুক্তি নেই 'গালাক্ব' অবস্থায়'।[৪১] 'গালাক্ব' বা 'গিলাক্ব' অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায় ও ইচ্ছাশক্তি অকার্যকর হয়। সেকারণ এ অবস্থাকে 'গিলাক্ব' বলা হয়।[৪২]

উপরে বর্ণিত অবস্থার তালাক সমূহকে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোথাও শারঈ তালাক বলে গণ্য করা হয়নি। তথাপি একে পরবর্তীতে 'তালাক্বে বেদ'ঈ' বা বিদ'আতী তালাক নামে অভিহিত করে বৈধ করা হয়েছে এবং একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে 'ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে' বলা সত্ত্বেও তালাক হয়ে যাবে বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে।[৪৩]

---

৪০. আবুদাঊদ হা/৪৪০৩; তিরমিযী হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩২৮৭।

৪১. আবুদাঊদ হা/২১৯৩; ইবনু মাজাহ হা/২০৪৬; মিশকাত হা/৩২৮৫।

৪২. আবুদাঊদ বলেন, الْغلاَقُ أَظُنُّهُ فِى الْغَضَبِ 'গিলাক্ব অর্থ আমি মনে করি রাগের অবস্থায় হয়ে থাকে'। যায়লাঈ বলেন, وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَعُمُّ الْإِكْرَاهَ، وَالْغَضَبَ، وَالْجُنُونَ، وَكُلَّ أَمْرٍ انْغَلَقَ عَلَى صَاحِبِهِ عِلْمُهُ وَقَصْدُهُ، مَأْخُوذٌ مِنْ غَلَقَ الْبَابَ 'সঠিক কথা হ'ল, এটি যবরদস্তি, ক্রোধ, পাগল ও অন্য সকল অবস্থাকে শামিল করে। যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও সংকল্প বন্ধ হয়ে যায়। যা غَلَقَ الْبَابَ 'দরজা বন্ধ করা' হ'তে গৃহীত' *(জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মাদ যায়লাঈ আছ-ছূমালী (মৃ. ৭৬২ হি.), নাছবুর রা'য়াহ লে আহাদীছিল হেদায়াহ (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭) 'আস-সুন্নাহ ফিত-তালাক' অনুচ্ছেদ ৩/২২৩ পৃ.)*।

৪৩. وَطَلاَقُ الْبِدْعَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلاَثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَبَانَتْ مِنْهُ وَكَانَ عَاصِيًا– আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল হোসায়েন আল-কুদূরী

উপসংহার (الخاتمة) :

দরসে কুরআনে উদ্ধৃত ও সূরায়ে তালাকে বর্ণিত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহপাক সকল প্রকার তালাকের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৪৪] যেমন (১) সহবাসহীন স্ত্রীকে তালাক প্রদান। এই তালাকের কোন ইদ্দতকাল নেই *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। (২) সহবাসকৃত স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক প্রদান। এই স্ত্রী তার স্বামীর উপরে হারাম হয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ও সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তালাকপ্রাপ্তা হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। (৩) খোলা, যা তিন তালাকের বাইরে এবং স্ত্রীর পক্ষ হ'তে প্রদত্ত মালের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয় *(বাক্বারাহ ২২৯-এর শেষাংশ)*। (৪) তালাকে রাজ'ঈ, যেখানে এক বা দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে সরাসরি বা ইদ্দতের পর নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ফেরৎ নিতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২২৮-এর শেষাংশ; ২২৯-এর প্রথমাংশ ও ২৩২)*।

প্রত্যেক তালাকেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। সেইসব পদ্ধতির বাইরে তালাক দিলে তা বিদ'আত হবে, যা প্রত্যাখ্যাত। ঋতুকাল বা নেফাস অবস্থায় তালাক দেওয়া, এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়া বা একই তুহরে পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া, উপরে বর্ণিত চার প্রকার তালাকের বাইরে সম্পূর্ণ বিদ'আতী প্রথা। তালাক কোন খেলনার বস্তু নয় যে, একে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যায়। তবুও যদি কেউ এরূপ করে, তাহ'লে সেটি এক তালাকে রাজ'ঈ হবে। যেমনটি রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তাকে এক তালাকে রাজ'ঈ গণ্য করা হ'ত। যাতে অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রী পুনরায় একত্রিত হ'তে পারে এবং সংশোধন ও সমঝোতার সুযোগ নিতে পারে। কিন্তু ঐ বিদ'আতী তালাককে বায়েন তালাকের কঠোর

আল-বাগদাদী (৩৬২-৪২৮ হি.), মুখতাছারুল কুদূরী ফিল ফিক্বহিল হানাফী (দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭) 'তালাক' অধ্যায় ১৫৪ পৃ.; ঐ, দিল্লী ছাপা, ১৩৩৩ হি./১৯১৫ খৃ. ১৭০ পৃ.; আবুল হোসায়েন আলী বিন আবুবকর আল-মারগীনানী আল-ফারগানী (৫১১-৫৯৩ হি.), আল-হেদায়া ফী শারহে বেদায়াতিল মুবতাদী (বৈরূত : দারু এহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তাবি) 'তালাক' অধ্যায় প্রথমাংশ ১/২২১; ঐ, দেওবন্দ ছাপা, ১৩৮০ হি./১৯৬০ খৃ. 'সুন্নী তালাক' অনুচ্ছেদ, ২/৩৫৫ পৃ.।

৪৪. যাদুল মা'আদ ৫/২২৪-২৬।

সিদ্ধান্ত প্রদান করার ফলে মুসলিম পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে অশান্তির গাঢ় অমানিশা। আর তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য তাহ্লীল-এর যে পথ বাৎলানো হয়েছে, তা আরও অন্ধকার ও আরও নিকৃষ্ট। মাযহাবের দোহাই দিয়ে প্রকাশ্য ব্যভিচারের এই নোংরা প্রথা বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল ওলামায়ে কেরাম, সমাজ ও সরকারকে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

সবশেষে বলা চলে যে, বর্তমানে বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে এই বিদ'আতী তালাকই প্রায় সর্বত্র চালু রয়েছে। সুন্নাতী তালাকের খবরই অনেকে জানে না। **অতএব 'তাহ্লীল'-এর কুপ্রথা বন্ধ করতে চাইলে এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার বিদ'আতী তালাকের প্রথা আগে বন্ধ করতে হবে** এবং জনগণকে শারঈ তালাকের কল্যাণ বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।- আমীন!

তাহলীল* (مسئلة التحليل)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ- وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ-

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ-

অনুবাদ : (১) আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, আল্লাহ লা'নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে'। তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন'..।[৪৫] (২) উক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ হালালকারী ব্যক্তি। আল্লাহ লা'নত করেছেন হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয় ব্যক্তিকে'।[৪৬]

'তাহলীল' (التحليل) অর্থ : হালাল করা। প্রচলিত অর্থে একত্রিত তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে তার পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়

---

* 'প্রচলিত হিল্লা প্রথা' নামে অত্র নিবন্ধটি মাসিক আত-তাহরীক গবেষণা পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে 'দরসে হাদীছ' কলামে প্রকাশিত হয়।

৪৫. আবুদাউদ হা/২০৭৬; ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৫; তিরমিযী হা/১১২০; দারেমী হা/২২৫৮; মিশকাত হা/৩২৯৬।

৪৬. ইবনু মাজাহ হা/১৯৩৬, সনদ হাসান; বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৫, ৭/২০৮ পৃ.; হাকেম হা/২৮০৪, ২/১৯৯ পৃ.; ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০; যাদুল মা'আদ ৫/১০০-০১।

একজনকে স্বল্প সময়ের জন্য স্বামীত্বে বরণ করে সহবাস শেষে তালাক নিয়ে প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করা। এদেশে এই ধরনের বিবাহকে ‘হিল্লা’ বিবাহ বলা হয়।

বুলূগুল মারামের ভাষ্যগ্রন্থ সুবুলুস সালাম-এর লেখক আমীর ছান‘আনী বলেন, এ হাদীছ হ’ল ‘তাহলীল’ হারাম হওয়ার দলীল। কেননা হারাম কর্মকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের উপর লা‘নত করা হয় না। আর প্রত্যেক হারাম বস্তু নিষিদ্ধ। এখানে নিষিদ্ধতার দাবী হ’ল বিবাহ ভঙ্গ হওয়া। ....তাহলীল-এর অনেকগুলি পদ্ধতি লোকেরা বর্ণনা করেছেন। ...লা‘নত-এর কারণে সব পদ্ধতির তাহলীল বা হিল্লা বিবাহ বাতিল (ফাসিদ)।[৪৭]

তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তাবেঈগণ ছাড়াও মুজতাহিদ ফক্বীহগণের মধ্যে শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, সুফিয়ান ছওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ সবাই উক্ত হাদীছের উপরে আমল করে তাহলীলকে হারাম বলেছেন ও এর উপরেই তাঁদের ফৎওয়া রয়েছে *(তুহফা ৪/২২৩)*।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাহলীলকে জায়েয রেখেছেন এবং মাননীয় ‘হেদায়া’ লেখক উক্ত হাদীছ দ্বারা দলীল এনেছেন। অতঃপর হেদায়া-র ভাষ্যকার যায়লা‘ঈ তার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন যে,

لَمَّا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً دَلَّ عَلَىَ صِحَّةِ النِّكَاحِ لِأنَّ الْمُحَلِّلَ هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحَلِّ فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمَا سَمَّاهُ مُحَلِّلاً-

‘যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে হালালকারী বলেছেন, তখন এটাই ‘তাহলীল’-এর বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার দলীল। কেননা হালালকারী ব্যক্তি পূর্ব স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করে। অতএব যদি তাহলীল-এর বিবাহ বাতিল হ’ত, তাহ’লে ঐ ব্যক্তিকে হালালকারী বলা হ’ত না’।[৪৮] জামে‘

---

৪৭. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আমীরুল ইয়ামান আছ-ছান‘আনী (১০৯৯-১১৮২ হি./১৬৮৮-১৭৬৮ খৃ.), সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম (কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.) হা/৯৩৬, ৩/২৬৮ পৃ.।

৪৮. নাছবুর রা’য়াহ ৩/২৪০ পৃ.।

তিরমিযীর অন্যতম ভাষ্যকার দেউবন্দের সাবেক মুহতামিম আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী তিরমিযীর শরহ 'আরফুশ শাযীতে বলেন, আমাদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা এই যে, তাহলীল-এর শর্তটি পাপযুক্ত হ'লেও বিবাহ সিদ্ধ হবে।.... আমাদের কোন কোন কিতাবে রয়েছে যে, যদি শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত না করা হয়, তাহ'লেও একজন মুসলমান ভাইয়ের উপকার করায় হালালকারী ব্যক্তির জন্য তাতে ছওয়াব রয়েছে'।[৪৯] ছাহেবে তুহফা বলেন, বরং কোন কোন হানাফী গ্রন্থে পরিষ্কার বলা আছে যে, উভয়ের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত থাকলেও হালালকারী ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে (أَنَّهُ مَأْجُورٌ) তাদের মধ্যকার (পারিবারিক) 'ইছলাহ' বা সংশোধনের জন্য। বলতেকি এ প্রথাই এদেশে (উপমহাদেশে) চালু আছে এবং তারা এর মাধ্যমে নেকীর কাজ করছেন বলে মনে করে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে সঠিক তাহকীকের দিকে পথ প্রদর্শন করুন'![৫০]

জবাবে বলা চলে যে, হাদীছে 'হালালকারী' কথাটি বলা হয়েছে হালালকারী ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী। যদিও এটি আল্লাহ্র নিকটে হারাম। যেমন মুশরিক ও বিদ'আতীরা নেকীর কাজ মনে করেই শিরক ও বিদ'আত সমূহ করে থাকে। অথচ সেগুলি আল্লাহ্র নিকটে হারাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি তাহলীল করে, সে স্রেফ এই নিয়তেই করে যে, এর মাধ্যমে ঐ মহিলাটির জন্য তার পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে যাবার পথ খুলে যাবে এবং তাকে তার জন্য আইনসিদ্ধ করে দেবে। মুখে বলুক বা না বলুক, শর্ত করুক বা না করুক, প্রচলিত তাহলীল বা হিল্লা বিবাহ মানেই হ'ল এটা। তাহলীল কখনোই বিবাহ নয়। এটি স্রেফ অস্থায়ী ও সাময়িক কর্ম। অতএব শরী'আতের দৃষ্টিতে একে বিবাহ বলা অন্যায়। কেননা বিবাহ হ'ল স্থায়ী ব্যবস্থা এবং তার বিপরীত হ'ল যেনা, যা অস্থায়ী ও সাময়িক কর্ম। হিল্লা-ও সেটাই।

---

৪৯. وفي بعض كتبنا أنه إذا لم يشترط في اللفظ فالمحِل له ثواب لأنه نفع أخيه المسلم আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৮৭৫-১৯৩৩ খৃ.), আল-'আরফুশ শাযী শারহু সুনানিত তিরমিযী (বৈরূত : দারুত তুরাছিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) ২/৩৭৮ পৃ.।

৫০. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (মৃ. ১৩৫৩ হি./১৯৩৪ খৃ.), তুহফাতুল আহ্ওয়াযী শরহ তিরমিযী (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) হা/১১২০-এর ব্যাখ্যা, ৪/২২২-২৪; আরবী মিশকাত (দিল্লী ছাপা, প্রকাশক : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা, তাবি) পৃ. ২৮৪ টীকা-১৩।

তাহলীল-এর হুকুম (حكم التحليل) :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَالَ: لاَ يَزَالاَ زَانِيَيْنِ وَإِنْ مَكَثَا عِشْرِيْنَ سَنَةً إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يُحِلَّهَا– ‘আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এটিকে যেনা হিসাবে গণ্য করতাম’। তিনি বলেন, ‘এরা দু’জনেই ব্যভিচারী। যদিও তারা ২০ বছর যাবত এভাবে অতিবাহিত করে। যখন পুরুষ লোকটি জানবে যে, মহিলাটিকে হালাল করার জন্য সে এ কাজ করছে’।[৫১] ওমর ফারূক (রাঃ) বলতেন, لاَ أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا ‘হালালকারী’ ব্যক্তি বা যার জন্য হালাল করা হয়েছে, এমন কাউকে আনা হ’লে আমি ঐ দু’জনকে স্রেফ ‘রজম’ করব।[৫২] অর্থাৎ ব্যভিচারীর দণ্ডবিধি অনুযায়ী বুক পর্যন্ত মাটিতে জীবন্ত পুঁতে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে শেষ করে দেব।

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তাহলীল-এর সময় মুখে শর্ত করুক বা না করুক, মদীনাবাসী বিদ্বানমণ্ডলী এবং আহলুল হাদীছ ও তাদের ফক্বীহদের নিকটে ঐ বিবাহ বাতিল। কেননা এই সাময়িক ও বাহ্যিক বিবাহ মিথ্যা ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ প্রেরিত শরী‘আতে এটা সিদ্ধ নয় এবং এটা কোন কিছুকে সিদ্ধ করতে পারে না। কেননা এর অকল্যাণ কারু নিকটে গোপন নয়’ *(যাদুল মা‘আদ ৫/১০১)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র দ্বীন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তা কখনোই হারাম পন্থায় কোন নারীকে হালাল করার অনুমতি দেয় না।

---

৫১. মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হি./১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছে মানারিস সাবীল (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) হা/১৮৯৮, ৬/৩১১; হাকেম হা/২৮০৬; বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৭, ৭/২০৮; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৭৭৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৪।

৫২. বায়হাক্বী হা/১৩৯৬৯, ৭/২০৮; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩৭৩৪৪; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০৭৭৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৪।

যতক্ষণ না কোন পশু স্বভাবের পুরুষকে 'ভাড়াটে ষাঁড়' হিসাবে উক্ত কাজে লাগানো হয়। তিনি বলেন, কিভাবে কোন হারাম বস্তু অন্যকে হালাল করতে পারে? কিভাবে কোন অপবিত্র বস্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারে? কিভাবে ঐ ব্যক্তি নির্ভিক হ'তে পারে, যার হৃদয়কে আল্লাহ ইসলামের জন্য প্রসারিত করেছেন এবং অন্তরকে ঈমানের নূরে আলোকিত করেছেন? এটি হ'ল নিকৃষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। যা কোন জ্ঞানীর বিবেচনায় আসতে পারে না, নবীগণের শরী'আত দূরে থাক। সর্বোপরি ইসলামে, যা হ'ল শ্রেষ্ঠতম শরী'আত?[৫৩]

সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, 'এটাই সঠিক কথা এবং একথাই বলেন, ইমাম মালেক, আহমাদ, ছওরী, আহলুয যাহের এবং অন্যান্য ফক্বীহগণ। যেমন হাসান বছরী, ইবরাহীম নাখ্ঈ, ক্বাতাদাহ, লাইছ বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক প্রমুখ বিদ্বানগণ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও যুফার (রহঃ) বলেন, তাহলীল-এর সময় যদি শর্ত করে, তাহ'লে বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা অন্যায় শর্তের জন্য বিবাহ বাতিল হ'তে পারে না। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে উক্ত বিবাহ বাতিল (ফাসিদ) হবে। কেননা এটি সাময়িক বিবাহ (যা শারঈ বিবাহের উদ্দেশ্য বিরোধী)। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে বিবাহ সিদ্ধ হবে। কিন্তু এতে পূর্ব স্বামীর জন্য তার স্ত্রী হালাল হবে না'।[৫৪]

মোটকথা কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তিন তুহরে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি কখনো সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্ব স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকটে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত আসতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*। এ ব্যতীত অন্য কোন হীলা-বাহানা ও কৌশল করে 'তাহলীল' নামক নোংরা পন্থার আশ্রয় নিয়ে পূর্ব স্বামীর নিকটে ফিরে আসার কোন সুযোগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)

---

৫৩. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ দামেশ্ক্বী (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.), ইক্বামাতুদ দলীল 'আলা ইবত্বালিত তাহলীল (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তাবি) ৩৪৭ পৃ.।

৫৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৫-৩৬।

দেননি। যদিও উপমহাদেশে এই নোংরা প্রথাই চলছে ইসলামের নামে ও কুরআন-সুন্নাহ্‌র দোহাই দিয়ে। অথচ এটি হ'ল জাহেলী যুগের মন্দ রীতি। যা মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় চালু হয়েছে উম্মতের কিছু বিদ্বানের হাদীছ বিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে এবং মাযহাবী তাক্বলীদের দুঃখজনক পরিণতি হিসাবে।

দূরবর্তী তাবীল সমূহ (التاويلات البعيدة للتحليل) :

(১) মিশকাতের বাংলা অনুবাদক নূর মোহাম্মাদ আ'জমী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, অপর হাদীছে হালালকারীকে ধারের ষাঁড় বলা হইয়াছে। কেহ কাহারো তিন তালাক দেওয়া নারী এ শর্তে বিবাহ করিল যে, সে সহবাস করিয়া ছাড়িয়া দিবে যাহাতে প্রথম স্বামী বিবাহ করিতে পারে- এই ব্যক্তিকে 'মুহাল্লেল' বা হালালকারী বলে। ইমাম আবু হানিফার মতে এইরূপ বিবাহ জায়েজ, তবে মাকরূহ তাহরিমী। কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ, মালেক (একমত অনুসারে শাফেয়ী) ও ইমাম আহমদের মতে এইরূপ বিবাহ ফাছেদ। প্রথম স্বামীর পক্ষে ঐ নারীর বিবাহ জায়েজ নহে। হাঁ, শর্তে আবদ্ধ না হইয়া যদি কেহ প্রথম স্বামীর উপকারার্থে বিবাহ করে এবং পরে ছাড়িয়া দেয় তাহাতে সে পুণ্য লাভ করিবে। হাদীছ তাহার প্রতি প্রযোজ্য নহে'।[৫৫]

কি মারাত্মক ভ্রান্তি। হাদীছ প্রযোজ্য হবে না, ইমামের রায় প্রযোজ্য হবে। অথচ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলে গেছেন, إذا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُو مَذْهَبِى 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনে রেখ সেটিই আমার মাযহাব'।[৫৬]

(২) সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী 'তাহলীল' বা পাতানো বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'এ ধরনের বিয়েতে আগে থেকেই শর্ত

৫৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২য় মুদ্রণ ১৯৮৭ খৃ.) হা/৪০৬২, ৬/৩২৩ পৃ.।

৫৬. ইবনু আবেদীন, শামী রাদ্দুল মুহতার শরহ দুর্রে মুখতার (দেওবন্দ : ১২৭২হি.) ১/৪৬ পৃ.; ঐ, (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র ১৩৯৯/১৯৭৯) ১/৬৭-৬৮ পৃ. ; শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৬ পৃ.; লাক্ষ্ণৌবী, মুক্বাদ্দামা শরহ বেক্বায়াহ (দেওবন্দ ছাপা, তাবি) ১৪ পৃ. ৬ষ্ঠ লাইন।

থাকে যে, নারীকে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল করার নিমিত্তে এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করবে এবং সহবাস করার পর তালাক দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে এ ধরনের শর্তযুক্ত বিয়ে আদৌ বৈধ হয় না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে এভাবে তাহলীল হয়ে যাবে, তবে কাজটি মাকরূহ তাহরিমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ'। এরপরে তিনি (দরসে বর্ণিত তাহলীল বিরোধী) দু'টি হাদীছ এনে কোনরূপ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা শেষ করেছেন।[৫৭]

দু'জন আলেমই স্ব স্ব মাযহাবী তাক্বলীদের নিগড়ে আবদ্ধ এবং স্বাধীনভাবে হাদীছ অনুসরণ থেকে বিরত।

তাহলীল-এর কারণ (سبب التحليل) :

সাময়িক উত্তেজনা বশে অথবা অজ্ঞতা বশে স্বামী কখনো স্ত্রীকে তিন তালাক একত্রে দিয়ে বসে। ফলে তালাকের সংখ্যাগত সীমা শেষ হওয়ার কারণে তার অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর প্রেম, সন্তানের মায়া ও সংসারের শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একসময় মরিয়া হয়ে ওঠে। ওদিকে স্ত্রীর অবস্থা হয় আরো করুণ। চোখের পানি ছাড়া তার আর কিছুই বলার থাকে না। নিজ হাতে গড়া সংসারের মায়া তাকে পাগলিনী করে ফেলে। উভয়ের এই নাযুক মানসিক অবস্থায় তারা স্বামী-স্ত্রী পুনর্মিলনের জন্য যেকোন কাজ করতে রাযী হয়ে যায়। আর এসময়েই 'তাহলীল'-এর নোংরা পদ্ধতি পেশ করা হয় ধর্মের নামে। যা তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কবুল করে নিতে বাধ্য হয়।

সমঝোতার বিধান (حكم الإصلاح بين الزوجين) :

তালাকের শারঈ পদ্ধতি হিসাবে কুরআন ও হাদীছে স্বামীকে কমপক্ষে তিন মাস ভাববার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যাতে ইদ্দতের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে

---

৫৭. আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.), বঙ্গানুবাদ তাফহীমুল কুরআন (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ.) সূরা তালাক ১ আয়াতের ব্যাখ্যা, ১৭/২০৭-৮ পৃ.।

একটা সমঝোতার পথ বেরিয়ে যায়। এছাড়াও উভয় পরিবারের বা পরিবারের বাইরে এক এক জন প্রতিনিধি নিয়ে সমঝোতা বৈঠক করার নির্দেশও সূরা নিসা ৩৫ আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيْماً خَبِيْراً-

'আর যদি তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহ'লে স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে মীমাংসা চায়, তাহ'লে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে (সম্প্রীতির) তাওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও ভিতর-বাহির সবকিছু অবহিত' *(নিসা ৪/৩৫)*। বস্তুতঃ উভয় পক্ষের দূরদর্শী ও আল্লাহভীরু অভিভাবকগণ অথবা কোন শক্তিশালী নিরপেক্ষ সংস্থা এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার এই দায়িত্ব পালন করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا– 'যদি তারা আপোষে ঝগড়া করে, তাহ'লে শাসক অভিভাবক হবেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কোন অভিভাবক নেই'।[৫৮]

তালাকের উক্ত শারঈ পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্বামী-স্ত্রীকে এভাবে চোরাপথ তালাশ করতে হ'ত না। এক বা দুই তালাক দিয়ে রেখে দিলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে বা ইদ্দত চলে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে তারা পুনরায় মিলিত হ'তে পারত। বস্তুতঃ ইসলামের দেওয়া এই বিধানই কেবল যুক্তি সম্মত ও ভদ্রোচিত পন্থা। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল যদি কেউ শারঈ পন্থা বাদ দিয়ে বিদ'আতী পন্থায় এক মজলিসে তিন তালাক একত্রিতভাবে বা একই তুহরে তিন তালাক পৃথক পৃথকভাবে দিয়ে দেয়, তা'হলে তার স্ত্রী বায়েন তালাক বা স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হবে কি-না।

৫৮. তিরমিযী হা/১১০২; আবুদাঊদ হা/২০৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৯; মিশকাত হা/৩১৩১; ইরওয়া হা/১৮৪০, ৬/২৪৩।

একত্রিত তিন তালাক পর্যালোচনা

(مراجعة التطليقات الثلاثة معًا)

কুরআনী নীতি অনুযায়ী তিন তুহরে তিন তালাক না দিয়ে যদি কেউ নিয়মবহির্ভূতভাবে একই সাথে তিন তালাক দেয়, তবে সে তালাক পতিত হবে কি-না, এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মতভেদকে চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) এর ফলে কিছুই বর্তাবে না। (২) তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। (৩) সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। (৪) এক তালাক রাজ‘ঈ হবে। নিম্নে চার দলের বিদ্বানগণের বক্তব্য সমূহ সংক্ষেপে আলোচিত হ’ল।-

১ম পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الأول) :

যারা বলেন, একত্রিত তিন তালাকে কোন তালাকই বর্তাবে না। তাঁদের মূল দলীল হ’ল (ক) সূরায়ে বাক্বারাহ ২২৮ ও ২২৯ আয়াত এবং সূরায়ে তালাক ১ম ও ২য় আয়াত। অতঃপর (খ) হাদীছের দলীল হ’ল-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَّمَسَّ، فِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ–

وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ: حُسِبَتْ عَلَىَّ بِتَطْلِيقَةٍ، وَفِى رِوَايَةٍ لِأَبِى دَاؤُوْدَ : قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ–

‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেন। তখন ওমর (রাঃ) উক্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি ওমর (রাঃ)-কে বলেন, তুমি আব্দুল্লাহকে বল যেন সে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় ও ঘরে রাখে পরবর্তী তুহর পর্যন্ত। অতঃপর সে পুনরায় ঋতুবর্তী হবে ও পবিত্র হবে। তখন ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অথবা সহবাসের পূর্বেই তালাক দিবে। এটাই হ’ল তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য ইদ্দত, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন’।[৫৯] ছহীহ বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে ‘ঋতুকালীন অবস্থার উক্ত তালাককে আমার উপর এক তালাক গণ্য করা হয়’ *(বুখারী হা/৫২৫৩)*। আবুদাঊদ-এর বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) স্ত্রীকে আমার নিকটে ফিরিয়ে দিলেন এবং ‘তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করলেন না’। অতঃপর বললেন, যখন সে পবিত্র হবে, তখন তাকে তালাক দাও অথবা রেখে দাও’ *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*।

অর্থাৎ ইবনু ওমর (রাঃ) ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে ফিরিয়ে নিতে বলেন এবং ‘তিনি এটাকে কিছুই গণ্য করেননি’ *(আবুদাঊদ হা/২১৮৫)*। কেননা এটি নিয়ম বহির্ভূত ছিল। নিয়ম হ’ল স্ত্রীকে তার পবিত্রতার শুরুতে সহবাসহীন অবস্থায় তালাক প্রদান করা।[৬০] অনুরূপভাবে সুন্নাতী তরীকার বাইরে একত্রিতভাবে তিন তালাক দিলে তাকে কিছুই গণ্য করা হবে না।

উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব রায় একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ছিল বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পরে তার উক্ত রায় হ’তে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেন’ (যেমন উপরে উল্লেখিত বুখারীর অপর বর্ণনায় ঋতুকালীন তালাককে এক তালাক গণ্য করার কথা এসেছে)।[৬১] তাছাড়া ‘ছাহাবীর মরফূ রেওয়ায়াত তার নিজস্ব মতামতের বিপরীতে গ্রহণীয় হয়ে থাকে’।[৬২]

---

৫৯. বুখারী হা/৫২৫১; মুসলিম হা/১৪৭১; মিশকাত হা/৩২৭৫; বুলূগুল মারাম হা/১০৭০।

৬০. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৬।

৬১. মুহাল্লা ৯/৩৯৪ টীকা-১।

৬২. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৬।

(গ) এটা বিদ‘আত বলে গণ্য হবে, আর বিদ‘আত সর্বদা প্রত্যাখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، ‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে বিষয়ে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[৬৩] তাছাড়া وَكُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَة فِىْ النَّارِ ‘প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম’।[৬৪]

মন্তব্য : যেহেতু একত্রিত তিন তালাক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বহির্ভূত, সেহেতু তা বিদ‘আত ও প্রত্যাখ্যাত। তবে وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ‘কিছুই গণ্য করেননি’ অর্থ বিচ্ছিন্নকারী তালাক হিসাবে গণ্য করেননি। বরং এক তালাকে রাজ‘ঈ হিসাবে গণ্য করেছেন, যা বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে *(বুখারী হা/৫২৫৩)* এবং যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, هَذَا قَوْلٌ مُبْتَدَعٌ لاَ يُعْرَفُ لِقَائِله سَلَفٌ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ– ‘কিছুই পতিত হবে না’ কথাটি সম্পূর্ণ নতুন কথা। ছাহাবা ও তাবেঈনের কারু নিকট থেকে এরূপ কথা জানা যায়নি’।[৬৫]

২য় পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الثانى) :

এই দল বলেন, একত্রিত তিন তালাকে তিন তালাকই পতিত হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে (وَكَانَ عَاصِيًا)। অবশ্য ইমাম যুফার-এর মতে তিন তালাক পতিত হবে না। বরং পৃথক পৃথকভাবে পতিত হবে। কেননা একত্রিত তিন তালাক দেওয়া বিদ‘আত। আর বিদ‘আত হ’ল সুন্নাতের বিপরীত’ (يقع الثلاث فى الحال خلافًا لزفر لأنه بدعىّ وهو ضد السنى)।[৬৬]

---

৬৩. বুখারী হা/২৬৯৭; মুসলিম হা/১৭১৮; মিশকাত হা/১৪০।

৬৪. নাসাঈ হা/১৫৭৮ ‘ঈদায়েনের খুৎবা কিভাবে দিতে হবে’ অনুচ্ছেদ।

৬৫. আহমাদ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া (কায়রো : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৩৩/৮২।

৬৬. কুদূরী পৃ. ১৫৪; হেদায়া ২/৩৫৫; ওবায়দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ ছাদরুশ শারী‘আহ (মৃ. ৭৪৭ হি./১৩৪৬ খৃ.), শরহে বেকায়া, উমদাতুর রে‘আয়াহ সহ (দেওবন্দ ছাপা, তাবি) ২/৬৩; মোল্লা আলী ক্বারী (মৃ. ১০১৪ হি.), মিরক্বাত (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ ১৪২২ হি./২০০২ খৃ.), হা/৩২৯৩-এর আলোচনা, ‘খোলা ও তালাক’ অনুচ্ছেদ; ঐ, (মুলতান ছাপা, পাকিস্তান, তাবি) ৬/২৯৩ পৃ.।

তারা কুরআনী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেন এভাবে যে, কুরআনে উত্তম পন্থাটি বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ এটা নয় যে, এর বিপরীতটা করলে তালাক হবে না। কুরআনী নির্দেশের বিরোধী হ'লেও কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা, আছার ও ক্বিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থায় তিন তালাক হবে *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৭/৪১০)*। যেমন-

(১) সূরা বাক্বারাহ ২৩০ আয়াতে বলা হয়েছে, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ– 'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না'।

অত্র আয়াতে একত্রিত তিন তালাক বা পৃথক পৃথক তিন তালাক, এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।[৬৭] তাছাড়া ২২৯ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ্র সীমারেখা অতিক্রম করে, তারা যালেম'। কিন্তু একত্রিতভাবে তিন তালাক দেওয়াকে 'হারাম' বলা হয়নি।[৬৮] অতএব এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তিন তালাক-ই পতিত হবে।

জবাব : (ক) সূরা বাক্বারাহ ২২৯-৩০ এবং সূরা তালাক্ব ১-২ আয়াত ইদ্দত অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার স্পষ্ট দলীল (খ) ছহীহ হাদীছ সমূহে পৃথক পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার স্পষ্ট বিধান ও ব্যাখ্যা এসেছে (গ) সীমালংঘন করাটাই নিষিদ্ধ হওয়ার বড় দলীল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ– فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ– 'তবে তাদের স্ত্রীগণ ও মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতীত। কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না'। 'অতএব যারা এদের ব্যতীত অন্যদের কামনা করবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন* ২৩/৬-৭)। এর অর্থ কি তাহ'লে অন্য মহিলার সঙ্গে যেনা করা হালাল হবে? (নাঊযুবিল্লাহ)। (ঘ) তালাক দিলেই যদি স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, তাহ'লে উক্ত

---

৬৭. যাদুল মা'আদ ৫/২৩০।
৬৮. মিরক্বাত ৬/২৯৩।

আয়াতের অধীনে ঋতু অবস্থার তালাক, সহবাসকৃত পবিত্র অবস্থার তালাক গণ্য হবে কি? নিশ্চয়ই হবে না। তাহ'লে এক মজলিসে একত্রিত তিন তালাক কিভাবে গণ্য হবে?

(২) 'ওয়াইমির 'আজলানী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশের পূর্বেই স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দেন।[৬৯] এক্ষণে যদি এক সাথে তিন তালাক দেওয়াটা গুনাহের কাজ হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা স্বীকার করে নিতেন না।

জবাব : এখানে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ ছিল এবং এটি লে'আনের ঘটনা ছিল। নিয়ম হ'ল, উভয়পক্ষে লে'আন হ'লে সাথে সাথে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। পৃথকভাবে তালাক দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব সাধারণ অবস্থার তালাকের সঙ্গে লে'আনকে তুলনা করা চলে না। এ সময় 'তিন তালাক' বলাটা বাহুল্য কথা মাত্র। তাছাড়া বুখারীর বর্ণনায় এসেছে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশের আগেই সে তিন তালাক দেয়'। অতএব এ যুক্তি ধোপে টিকে না।

(৩) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রিফা'আহ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। অতঃপর স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করে। কিন্তু সেখানেও তালাকপ্রাপ্তা হয়। তখন ঐ মহিলা তার পূর্ব স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহিত হ'তে পারবে কি-না, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করবে'।[৭০]

জবাব : উক্ত হাদীছে এক মজলিসে তিন তালাকের কথা নেই। বরং সে তাকে স্বাভাবিক নিয়মে তিন তুহরে তিন তালাক দিয়েছিল বলেই বুঝতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় 'বায়েন তালাক' বলতে তিন তুহরে তিন তালাকই বুঝাতো।

(৪) আবু হাফ্ছ ইবনুল মুগীরাহ আল-মাখযূমী তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে ক্বায়েসকে তিন তালাক দিয়ে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ)-এর সাথে ইয়ামন চলে যান। তখন উক্ত স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস

---

৬৯. বুখারী হা/৪৭৪৫; মুসলিম হা/১৪৯২; মিশকাত হা/৩৩০৪ 'লি'আন' অনুচ্ছেদ।
৭০. বুখারী হা/২৬৩৯; মুসলিম হা/১৪৩৩; মিশকাত হা/৩২৯৫।

করলেন ইদ্দত পালনকালে তার খোরপোষ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এই সময়ে তার জন্য কোন খোরপোষ নেই। তবে যদি তুমি গর্ভবতী হও' (অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তুমি খোরপোষ পাবে)।[৭১]

জবাব : (ক) অত্র হাদীছে এক মজলিসে তিন তালাকের কোন কথা নেই। বরং অন্য বর্ণনায় 'আলবাত্তাতা' (الْبَتَّةَ) শব্দ এসেছে *(মুসলিম হা/১৪৮০ (৩৬)*। যা দ্বারা বায়েন তালাক বুঝানো হয়। আর তিন তালাক বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য স্বামীর পক্ষ হ'তে কোন খোরপোষের দায়িত্ব নেই।

(খ) ছহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় পরিষ্কার এসেছে اَخِرَ ثَلاَثَ تطليقات 'শেষ তৃতীয় তালাক' বলে *(হা/১৪৮০ (৪০)*। অতএব এটি যে তিন মাসে তিন তালাক ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই'।[৭২] অতএব এর মধ্যে একসাথে তিন তালাক প্রদানের কোন দলীল নেই।

(৫) 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) বলেন, আমার দাদা তার স্ত্রীকে একসঙ্গে এক হাযার তালাক দেন। তখন আমার আব্বা রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাদা তালাক দেওয়ার সময় আল্লাহকে ভয় করেনি। তার অধিকারে মাত্র তিনটি তালাক। বাকী ৯৯৭টি বাড়াবাড়ি ও যুলম হয়েছে। আল্লাহ চাইলে তাকে আযাব দিবেন, চাইলে ক্ষমা করবেন'।

জবাব : হাদীছটি যঈফ ও মওযূ।[৭৩]

(৬) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দেন। অতঃপর বাকী দুই ঋতুর সময় বাকী দুই তালাক দিতে উদ্যত হন। এখবর রাসূল (ছাঃ)-এর কানে গেলে তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ! এভাবে আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দেননি। নিশ্চয়ই তুমি নিয়মে ভুল করেছ (অর্থাৎ স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে হবে)। ...তখন ইবনে ওমর বললেন, হে

---

৭১. মুসলিম হা/১৪৮০; মিশকাত হা/৩৩২৪।

৭২. যাদুল মা'আদ ৫/২৪০।

৭৩. দারাকুৎনী হা/৩৮৯৮ 'তালাক' অধ্যায় (তাহকীক : মাজদী বিন মানছূর, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.) হাদীছ যঈফ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২১১; মুহাল্লা ৯/৩৯২ টীকা-১।

আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি তিন তালাক দিতাম, তাহ’লে কি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। সে পৃথক হয়ে যেত এবং তোমার গোনাহ হ’ত’।

জবাব : হাদীছটি ‘মুনকার’। ছহীহ হাদীছ সমূহে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে।[৭৪]

(৭) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ‘আতী পন্থায় তালাক দিবে, আমরা তার বিদ‘আতকে তার উপর অপরিহার্য করে দেব’।

জবাব : হাদীছটি মুনকার’।[৭৫]

(৮) ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে বলেন, লোকেরা তালাকের ব্যাপারে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে। অথচ এতে তাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন যদি কেউ এরূপ করে, তাহ’লে আমরা তার উপরে সেটা জারি করে দেব’।[৭৬]

জবাব : এটি ছিল ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ ও সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তা দ্বারা রাজ‘ঈ তালাক-এর চিরন্তন কুরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা যায় না। ওমর (রাঃ) এটি করেছিলেন লোকদের ভীত করার জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসাবে। কিন্তু এতে তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই সফল হয়নি। সেকারণ মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।[৭৭]

খুলাফায়ে রাশেদীনের ইজতিহাদ পর্যালোচনা

(مراجعة إجتهاد الخلفاء الراشدين)

উপরে বর্ণিত ওমর (রাঃ)-এর তালাক বিষয়ের ঘটনাটি ছাড়াও আরও ইজতিহাদী ঘটনাসমূহ রয়েছে। যেমন মদ্য পানকারীকে তিনি ৮০ বেত

---

৭৪. দারাকুৎনী হা/৩৯২৯; মুহাল্লা ৯/৩৯২ টীকা-৩; ইরওয়া হা/২০৫৪, ৭/১১৯।

৭৫. দারাকুৎনী হা/৩৮৯৯; মুহাল্লা ৯/৩৯৩ টীকা-১।

৭৬. মুসলিম হা/১৪৭২।

৭৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান (কায়রো : দারুত তুরাছিল ‘আরাবী ১৪০৩/১৯৮৩) ১/২৭৬।

মারেন। তার মাথা মুণ্ডন করেন ও দেশছাড়া করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্রেফ ৪০ বেত মেরেছিলেন।[৭৮] আবুবকর (রাঃ) জনৈক পায়ুকামীকে এবং আলী (রাঃ) তাঁকে 'আল্লাহ্র অবতার' দাবীকারী একদল যিন্দীক্বকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলেন। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম গর্ভাবস্থা দেখেই যেনার শাস্তি এবং মদের গন্ধ পেয়েই মদ্যপানের শাস্তি দিয়েছিলেন সাক্ষীর অপেক্ষা করেননি।[৭৯]

মদীনার বাজারে লোক সমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় ওছমান গণী (রাঃ) জুম'আর খুৎবার সময় মূল আযানের পূর্বে 'যাওরা' বাজারে আরেকটি আযানের প্রচলন করেন।[৮০] এমনিভাবে খেলাফতে রাশেদাহ্র যুগে সময় ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনেক কিছু প্রশাসনিক নির্দেশ সাময়িকভাবে জারি করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে এলাহী বিধান চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

(৯) ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা এসেছে যে, যদি কেউ তালাক দেয় একথা বলে যে, আমার স্ত্রীর উপর আসমানের তারকারাজির সংখ্যায় তালাক দিলাম। তাঁরা বলেন, এর দ্বারা কেবল প্রয়োজনীয় সংখ্যক তিন তালাকই পতিত হবে। বাকী সব বেকার হবে। ক্বাযী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.) বলেন, যদি কেউ পৃথিবীর সকল নারীর স্বামী হয় ও এভাবে তালাক দেয়, তবে তার উপরে সকল স্ত্রীই হারাম হয়ে যাবে।[৮১]

(১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য একটি 'আছারে' বলা হয়েছে যে, একত্রিত তিন তালাক দানকারী স্বামীকে তিনি বলতেন, যদি তুমি আল্লাহ্কে ভয় করতে, তাহ'লে তোমার জন্য তিনি একটা পথ বের করে দিতেন।[৮২] অর্থাৎ তিন তালাক একত্রে দেওয়ার ফলে এখন তোমার জন্য সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

---

৭৮. 'আওনুল মা'বূদ শরহ সুনান আবুদাঊদ হা/২১৭১-এর ভাষ্য; ৬/২৪২।

৭৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াককেঈন (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩) ১/৩৩২-৩৪, ৪/৩৭২-৭৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) ১৯০ পৃ.।

৮০. বুখারী হা/৯১২; মিশকাত হা/১৪০৪।

৮১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৮১১-১৩; দারাকুৎনী হা/৩৯০৩, সনদ যঈফ।

৮২. ত্বাহাভী, শারহু মা'আনিল আছার হা/৪১৪৩; সনদ যঈফ ও মুনকার, মুহাল্লা ৯/৩৯৩ টীকা-৩।

জবাব : এমনিতরো বহু 'আছার' মুওয়াত্ত্বা মালেক, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, দারাকুৎনী প্রভৃতিতে এসেছে। যার অধিকাংশ যঈফ, মুনকার, মওযূ' ও কয়েকটা 'ছহীহ' কিন্তু অগ্রহণযোগ্য। কারণ বুখারী ও মুসলিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেই এর বিরোধী বক্তব্য মওজূদ রয়েছে। যেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর ও আবুবকরের যামানায় এবং ওমরের যামানায় প্রথম দুই বা তিন বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত বলে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রায় পর্যালোচনা (مراجعة رأى ابن عباس رضـــ) **:**

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে ত্বাঊস প্রমুখাৎ আবুছ ছহবা বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত হাদীছটি আলোচনা শেষে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, একত্রিত তিন তালাক বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। এক- তিন তালাকই পতিত হবে। অধিকাংশ বর্ণনা এর পক্ষেই। দুই- একটি মাত্র তালাক পতিত হবে। যেমন ইকরিমা হ'তে ছহীহ সূত্রে আবুদাঊদ বর্ণনা করেন, إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا. بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ– 'যখন স্বামী এক সাথে বলবে, 'তোমাকে তিন তালাক' তখন তা একটি বলে গণ্য হবে' *(আবুদাঊদ হা/২১৯৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। এ কারণে যে এর পক্ষে ত্বাউস প্রমুখ হ'তে মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে মরফূ ও ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে'। আবুদাঊদ বলেন যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর প্রথম মত হ'তে শোষোক্ত মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন'।[৮৩]

যুক্তির দলীল (حجة العقل) **:**

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বিধান মওজূদ থাকতে সেখানে কারু কোন রায় বা যুক্তি চলে না। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে

---

৮৩. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/২০৫৫-এর আলোচনা, ৭/১২১-২২।

কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

তালাকের স্পষ্ট বিধান পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা, আবুবকর (রাঃ)-এর পুরা খেলাফতকাল এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের প্রথম দুই বা তিন বছর কুরআনী তালাকের বাস্তব প্রচলন থাকার পরেও একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার প্রথা চালু হয় মূলতঃ কিছু যুক্তির দোহাই পেড়ে। যা পূর্বের আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, আমরা কি যুক্তির অনুসরণ করব? না সুন্নাহ্র অনুসরণ করব?

ওমর ফারূক (রাঃ) নিজে হজ্জে তামাত্তুকে অপসন্দ করতেন। অথচ তাঁর বড় ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হজ্জে তামাত্তু করেন। ফলে লোকেদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, أَأَمْرَ أَبِى نَتَّبِعُ أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমার পিতার কর্ম আমরা অনুসরণ করব, না রাসূল (ছাঃ)-এর কর্ম?'[৮৪]

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ– 'দ্বীন যদি মানুষের রায় অনুযায়ী হ'ত, তাহ'লে মোযার উপরে মাসাহ করার চেয়ে তার নীচে মাসাহ করা অধিক উত্তম হ'ত'।[৮৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রথম দিকের ফৎওয়া এবং ওমর (রাঃ)-এর প্রশাসনিক নির্দেশ-এর বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম শাওকানী বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় তিন মাসে তিন তালাকের যে রীতি চালু ছিল, সেটাই মরফূ' হুকুমের মর্যাদা রাখে। অতএব অনুসরণের ব্যাপারে 'হক' সর্বদা অগ্রাধিকার যোগ্য (وَالْحَقُّ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ)। অতঃপর তিনি বলেন,

---

৮৪. তিরমিযী হা/৮২৪ 'তামাত্তু' অনুচ্ছেদ।
৮৫. আবুদাঊদ হা/১৬২; মিশকাত হা/৫২৫।

এমন কোন্ মুসলমান আছে যার জ্ঞান ও ইলম রাসূল (ছাঃ)-এর কথার উপরে কোন ছাহাবীর কথাকে অগ্রাধিকার দিবে?[৮৬]

ওমর ফারূক (রাঃ) নিঃসন্দেহে ভাল নিয়তে কাজটি করেছিলেন ও তালাকের ব্যাপারে আইনী কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। শাসক হিসাবে এরূপ করার সাময়িক অধিকার ইসলামী আমীরদের রয়েছে। কিন্তু এটাতো মানতেই হবে যে, এলাহী বিধান চিরন্তন। তাই যত কঠোরতাই দেখানো হৌক না কেন, দুর্বল মানুষ যেকোন সময় সীমালংঘন করতে পারে এবং বাস্তবে সেটাই হয়েছে। ফলে উক্ত কঠোরতার পরিণামে নিস্কৃতির পথ না পেয়ে তাহলীল-এর ন্যায় নোংরা পথ বেছে নিতে মুসলিম স্বামী-স্ত্রী বাধ্য হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। অতএব আমাদের উচিত ছিল কুরআনী তালাক বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার কঠোর ও বিদ‘আতী প্রথাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের ওলামায়ে কেরাম নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করেছেন। যেমন-

বিদ‘আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি সমূহ (احتجاجات فى حماية الطلاق البدعى) :

(১) পাকিস্তানের সাবেক প্রধান মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৯৩০-১৯৮৪ খৃ.) স্বীয় তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআনে উক্ত আয়াতের সুন্দর আলোচনা শেষে ‘একত্রে তিন তালাক’ শিরোনামে বলেন, ‘এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কাজ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হ’লেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হ’ল, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সেজন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মমতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পথে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনিভাবে যাবতীয় অন্যায় ও পাপের একই

৮৬. ثُمَّ أَيُّ مُسْلِمٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَحْسِنُ عَقْلُهُ وَعِلْمُهُ تَرْجِيحَ قَوْلِ صَحَابِيٍّ عَلَى قَوْلِ الْمُصْطَفَى؟ নায়লুল আওত্বার بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ أَلْبَتَّةَ وَجَمْعِ الثَّلَاثِ وَاخْتِيَارِ تَفْرِيقِهَا ৮/২৩ পৃ.।

অবস্থা যে, এর অন্যায় ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরী'আত প্রদত্ত নীতি-নিয়মের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রাসূল (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত একবাক্যে একে নিকৃষ্ট পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হ'লে যা হয়। অর্থাৎ তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না। হুযূর (সাঃ)-এর মীমাংসাই এ ব্যাপারে বড় প্রমাণ যে, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েও তিন তালাকই কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে'।[৮৭]

জবাব : অথচ আমরা দেখতে পাই যে, কুরআনে বর্ণিত প্রথম দু'টি তালাককে তালাক বলা হ'লেও তা বন্দুকের গুলীর মত ছিল না। কেননা তা ছিল রাজ'ঈ তালাক। যা দিলে স্ত্রীকে ফেরৎ পাওয়া যায়। অথচ বন্দুকের গুলীতে কারু রাজ'আত হয় না বরং মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হ'লেও তিন তালাক কার্যকরী করেছেন- এমন কোন বিশুদ্ধ দলীল কোথাও নেই, ইতিপূর্বের আলোচনায় যা প্রমাণিত হয়েছে।

(২) পাকিস্তানের অন্যতম খ্যাতনামা আলেম ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) স্বীয় তাফসীরে উক্ত বিষয়ের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন, 'এর উপমা দেওয়া যায় যে, কোন এক পিতা তার ছেলেকে তিন শত টাকা দিয়ে বললেন, তুমিই এ টাকার মালিক, যেভাবে ইচ্ছা তুমি এ টাকা খরচ করতে পার। এরপর তিনি তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, যে অর্থ আমি তোমাকে দিলাম তা তুমি সতর্কতার সাথে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে খরচ করবে, যাতে তা থেকে যথাযথ উপকার পেতে পার। আমার উপদেশের তোয়াক্কা না করে তুমি যদি

৮৭. বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষেপায়িত তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (প্রকাশক : বাদশাহ ফাহদ কুরআন কমপ্লেক্স, মদীনা মুনাউওয়ারাহ ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃ.) ১২৮ পৃ.।

অসতর্কভাবে অন্যায় ক্ষেত্রে তা খরচ কর কিংবা সমস্ত অর্থ একসাথে খরচ করে ফেল তাহ'লে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর আমি খরচ করার জন্য আর কোন টাকা-পয়সা তোমাকে দিব না। এখন পিতা যদি এই অর্থের পুরোটা ছেলেকে আদৌ না দেয়, তাহ'লে সে ক্ষেত্রে এসব উপদেশের কোন অর্থই হয় না। যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়াই ছেলে তা খরচ করতে চাচ্ছে, কিন্তু টাকা তার পকেট থেকে বের হচ্ছে না অথবা পুরো তিন শত টাকা খরচ করে ফেলা সত্ত্বেও মাত্র একশত টাকাই তার পকেট থেকে বের হচ্ছে এবং সর্বাবস্থায় দুইশত টাকা তার পকেটেই থেকে যাচ্ছে, তাহ'লে এই উপদেশের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই'।[৮৮]

জবাব : এই উপদেশের প্রয়োজন আছে এজন্য যে, আল্লাহ চাচ্ছেন না সে তিন তালাক এক সঙ্গে দিয়ে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিক। বরং তিনি চাচ্ছেন স্বামী ভেবে-চিন্তে তিন মাসে তিন তালাক দিক। দুই তালাক দেওয়ার পরেও তৃতীয় তালাকটি হাতে রেখে দিক, যাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! মাওলানা তিনটি তালাককে তিনশত টাকার সাথে তুলনা করেছেন। টাকা যদি হারিয়ে যায় বা কেউ চুরি বা ছিনতাই করে নেয়, বা কাউকে হাদিয়া দেওয়া হয়, তাহ'লে কি টাকার উপরে কোন মালিকানা থাকে? এছাড়া টাকা একটি বস্তু মাত্র, যা ফেলে দিলে চুকে গেল। কিন্তু তালাক কি তাই? তালাকের নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি আছে, যা না মানলে তালাক হিসাবে গণ্য হয় না। এর সঙ্গে দু'টি জীবন, সংসার ও সন্তান পালনের দায়বদ্ধতা জড়িত আছে। একে ফেলনা মনে করার কোন অবকাশ নেই। আর সেকারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে কি খেলা হচ্ছে? *(নাসাঈ হা/৩৪০১)*। আমরা কি তাই করছি না? রাসূল (ছাঃ)-এর এই ক্রোধকে সোজা অর্থে গ্রহণ না করে আমরা বাঁকা অর্থে গ্রহণ করেছি এবং তাঁর ক্রোধের কারণ একত্রিত তিন তালাককে আমরা তিন তালাক গণ্য করেছি। কাল

৮৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, অনুবাদ : মাওলানা মুজাম্মিল হক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭), ১৭/২১০ পৃ.।

ক্বিয়ামতের মাঠে রাসূল (ছাঃ) যদি ক্রুদ্ধ হয়ে শাফা'আত না করেন, তখন বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম কি জওয়াবদিহী করবেন, ভেবে দেখেছেন কি?

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদী স্বীয় তাফহীমুল কুরআনে সূরা তালাক ১ম আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন[৮৯] এবং একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার পক্ষে ৩টি হাদীছ ও অন্যূন ১১টি আছার পেশ করেছেন। পেশকৃত হাদীছ সমূহের মধ্যে তিনটিই যঈফ ও মুনকার। এরপর ছাহাবায়ে কেরামের উক্তি বা 'আছার'গুলির প্রায় সবই মুছান্নাফে আবদুর রাযযাক, মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ, মুওয়াত্ত্বা, দারাকুৎনী, আবুদাঊদ, ত্বাহাভী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে (ক) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে চারটি আছার-এর তিনটি ছহীহ ও একটি যঈফ (খ) ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে দু'টি আছার-এর একটি যঈফ ও একটি ছহীহ (গ) হযরত ওছমান ও আলী (রাঃ) থেকে দু'টি আছার-এর একটি যঈফ ও একটি মওযূ বা জাল। বাকীগুলির অবস্থাও অনুরূপ। যে সমস্ত আছার ছহীহ সূত্রে বর্ণিত সেগুলি বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত ছহীহ মওকূফ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। মাওলানা মওদূদী ওমর (রাঃ)-এর যুগের শেষ দিকের কথিত ইজমা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর ও আবুবকর (রাঃ)-এর যুগের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে অগ্রহণযোগ্য বলতে চেয়েছেন।[৯০] যা নিতান্তই অযৌক্তিক ও দুঃখজনক।

পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ও বুখারী-মুসলিম সংকলিত ছহীহ মরফূ হাদীছগুলি, যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমরের যুগের প্রথম দুই বা তিন বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত। তার পক্ষে মাওলানা কোন কথা বলেননি। তিনি বিদ'আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি পেশ করলেও কুরআন ও সুন্নাতে নববীর পক্ষে যুক্তি পেশ করেননি। অথচ তাঁর ও তাঁর দলের আন্দোলন ছিল দেশে কুরআন ও সুন্নাহ্র হুকুমত কায়েম করা।

(৩) মিশকাত শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট আলোচনায় বলেন, মাহমুদ বিন

---

৮৯. ঐ, ১৭/১৯৯-২১০ পৃ.।
৯০. ঐ, ১৭/২০৩-৪ পৃ.।

লবীদের হাদীছ (১৮নং) হইতে বুঝা যায় যে, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদাআত ও হারাম। তাবেয়ীনদের মধ্যে হজরত তাউছ ও ইকরেমা বলেন, যেহেতু ইহা সুন্নাতের বিপরীত অতএব ইহাকে সুন্নাত অনুসারে এক তালাকই (রজয়ী) গণ্য করিতে হইবে। ছাহাবীদের মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাছ বলেন, রছুলুল্লাহ *ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম* ও আবুবকর ও ওমরের খেলাফতের দুই বছর কাল (একসাথে) তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতঃপর হজরত ওমর বলিলেন,.. সুতরাং এখন হইতে আমাদের ইহাকে (তিন তালাক রূপে) কার্যকরী করিয়া দেওয়াই উচিত'। রাবী বলেন, 'অতঃপর তিনি উহাকে কার্যকরী করিয়া দিলেন।

কিন্তু জমহুরে ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমামগণ সকলেই বলেন, একসাথে তিন তালাক দেওয়া বেদাআত ও গোনাহ্র কাজ, তবে ইহাতে তিন তালাকই হইয়া যাইবে' *(পৃ. ৩১৯)*।... মোটকথা, এ আলোচনা দ্বারা... দেখা গেল যে, ইহার উপর মুজতাহিদ ছাহাবীগণের ইজমা হইয়া গিয়াছে এবং পরবর্তী ইমামগণও ইহার উপর একমত হইয়াছেন' *(পৃ. ৩২০)*।[৯১]

জবাব : ইজমা-এর দাবী অগ্রহণযোগ্য। কেননা 'ইজমা' বলতে উম্মতের ঐক্যমত বুঝায়। অথচ সকল ছাহাবী এ বিষয়ে একমত হননি। যা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ ইজমায়ে ছাহাবা সুন্নাতে নববীকে বাতিল করতে পারে না। তৃতীয়তঃ পরবর্তী সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত হওয়ার ধারণা ভিত্তিহীন। অতএব ইজমা-র দাবী ও অনুবাদকের যুক্তি দু'টিই অগ্রহণযোগ্য।

(৪) বোখারী শরীফের বাংলা অনুবাদক মাওলানা আজিজুল হক (১৯১৯-২০১২ খৃ.) 'বিশেষ দ্রষ্টব্য'ঃ শিরোনামে বলেন, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক প্রবর্তিত হওয়া ইহাই পূর্বাপর সকল ইমামগণের স্থির সিদ্ধান্ত।... বিশিষ্ট ইমামগণের পর উক্ত বিষয়ে ভিন্ন মতামতও দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্বল ও সমর্থনহীন এবং অতি ক্ষুদ্র একটি লা-মজহাবী উপদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দুঃখের বিষয় আখেরী যামানার ধর্মীয় বিপর্যয়ের স্রোতে ঐ দুর্বল মতামতও ভাসিয়া আসিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সুলভ হওয়ায়

৯১. বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৭) ৬/৩১৯-২০।

তাহাও এক শ্রেণীর লোকের সহায়তা পুষ্ট হইয়া বহু মুখের চর্চার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে'।[৯২]

তিনি বলেন, এক সঙ্গে তিন তালাক যদি শুধু এক তালাক গণ্য হইত, তবে এখানে হযরতের ঐরূপ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কোন কারণই ছিল না; এক তালাক দেওয়ার কোন ঘটনায় হযরত (ছাঃ) ঐরূপ রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কোথাও দেখা যায় না। ...সুতরাং একত্রে তিন তালাক দেওয়া কোরআনের বিধানে প্রাপ্ত অধিকার অনাবশ্যক প্রয়োগ করাই সাব্যস্ত হয়, যাহা কোরআন নিয়া খেলা করারই নামান্তর। কিন্তু খেলা করতঃ কাহারও উপর আঘাত করিলে সেই আঘাতের পরিণাম প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রবর্তিত হয় এবং সেই জন্যই ঐরূপ খেলা রাগ ও অসন্তুষ্টি কারণ হইয়া থাকে।[৯৩]

জবাব : এ বিষয়ে যে ভিন্নমত আছে, সেকথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাদেরকে 'লা-মজহাবী' উপদল বলেছেন। তবুও প্রশংসা করতে হয় যে, তিনি তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যকার একটি উপদল বলেছেন। অন্যদের মত তাদেরকে 'বেদ্বীন' বলেননি।[৯৪] তবে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর ক্রোধকে পরোয়া না করলেও আমরা আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের ক্রোধ থেকে বাঁচতে চাই।

(৫) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৫ খৃ.) বলেন, এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহাও তালাক। যেমন, যদি কেহ তার স্ত্রীকে বলে যে, তোকে তিন তালাক বা এইরূপ বলে 'তোকে তালাক' 'তোকে তালাক' 'তোকে তালাক', তবে তিন তালাক হইয়া বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে'।[৯৫]

---

৯২. বঙ্গানুবাদ : বোখারী শরীফ (ঢাকা : হামিদিয়া লাইব্রেরী, ৫ম সংস্করণ ১৪১৭/১৯৯৭) ৬/১৬৭।

৯৩. প্রাগুক্ত ৬/১৬৭-৬৮।

৯৪. দ্রষ্টব্য : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ডক্টরেট থিসিস, ৩য় অধ্যায়, শিরোনাম : 'আহলেহাদীছ বিভিন্ন নামে' টীকা সমূহ-২, টীকা-৫৯ (ক)।

৯৫. বঙ্গানুবাদ বেহেশতী জেওর, অনুবাদ: মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৯ম মুদ্রণ ১৯৯০), দ্বিতীয় ভলিউম, ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৩২।

জবাব : তাঁর এই ফৎওয়া কুরআনের স্পষ্ট লংঘন। অতএব তা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭ খৃ.)[৯৬] বলেন, স্বামী স্ত্রীকে এক সঙ্গে কিংবা সুন্নতী নিয়মে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখার কোনো উপায় থাকে না। সে তার জন্যে হারাম হয়ে যায়, হারাম হয়ে যায়- বলতে হবে- চিরতরে, তবে শরীয়তে একটি মাত্র উপায়ই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। তা হলোঃ 'সে স্ত্রীলোকটি অপর স্বামীকে বিয়ে করবে' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। তারপর সেই দ্বিতীয় স্বামী যদি তালাক দেয় তার পরে যদি তারা পুনর্মিলিত হ'তে চায় এবং আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম রাখতে পারবে বলে যদি মনে করে, তাহলে তাদের দু'জনের পুনরায় বিবাহিত হতে কোন দোষ নেই' *(পৃ. ৫৯৭, শিরোনাম : 'হীলা বিয়ে' জায়েয নয়)*।

'কিন্তু যদি রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একসঙ্গে তিন তালাকই দিয়ে দেয়,...এরপর যে দুঃখ ও অনুতাপ জাগে স্বামীর অন্তরে, তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই থাকে না তার হাতে। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, তিন তালাক দেওয়ার পরও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা বসবাস করতে থাকে। এ হচ্ছে সুস্পষ্টরূপে জ্বিনার অবস্থা, নিঃসন্দেহে তা' হারাম। তাই কোনো লোকেরই এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া উচিত নয়। এর পরিণাম তালাকদাতা স্বামীকেই ভোগ করতে হয়। আর সে পরিণাম অত্যন্ত দুঃখময়, নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক।[৯৭]

জবাব : এক সঙ্গে তিন তালাক ও সুন্নাতী নিয়মে তিন মাসে তিন তালাককে তিনি সমান গণ্য করেছেন, যা ভুল।

মন্তব্য : উপরে বর্ণিত উপমহাদেশের বিখ্যাত ৬ জন আলেমের সকলের একই মাযহাবী সুর। অহি-র বিধানকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার অপচেষ্টা

---

৯৬. পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন। পরে মতবিরোধ ঘটলে ১৯৭৮ সালে তিনি ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (আইডিএল)-এর চেয়ারম্যান হন ও জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জীবন সন্ধ্যায় তিনি 'গণতন্ত্র' থেকে ফিরে আসেন এবং 'জিহাদই কাম্য' বলেন। সবশেষে তিনি ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন।

৯৭. মাওলানা আবদুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩), পৃ. ৫৯৭, ৫৯৬।

মাত্র। অথচ ঈমানের দাবী হ'ল, অহি-র বিধানের পক্ষে যুক্তি পেশ করা, বিপক্ষে নয়। অহেতুক বিতর্ক নয়, আজ্ঞাবহ হওয়া। কেননা কিতাব ও সুন্নাতের প্রতি অটুট আনুগত্যের মধ্যেই মুমিনের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নিহিত।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা আবদুর রহীম 'এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রী তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়' বললেও তিনি কিন্তু 'হীলা' বিয়ে জায়েয করেননি। বরং 'হীলা বিয়ে জায়েয নয়' শিরোনামে আলোচনায় বলেছেন, হানাফী মাযহাবের লোকদের মতে এরূপ বিয়ে মকরূহ' *(পৃ. ৬০২)*। পরেই তিনি নিজস্ব মন্তব্যে বলেন, কিন্তু প্রথমোক্তদের মত যে এ ব্যাপারে খুবই শক্তিশালী এবং অকাট্য দলিলভিত্তিক তাতে সন্দেহ নেই। যে- 'তাহলীল' বিয়ে এবং 'হালালকারী' সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) লা'নত ঘোষণা করেছেন, তাকে শুধু মকরূহ বলে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না' *(পৃ. ৬০২)*। তিনি আরও বলেন, এ হচ্ছে সম্পূর্ণ মনগড়া, নিজদের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত এক জঘন্য পন্থা। পরিভাষায় এরূপ বিয়েকে বলা হয় 'হিলার বিয়ে'। এ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু অপর একজনের জন্যে স্ত্রীলোকটিকে হালাল করে দেওয়ার বাহানা করা। তার মানে এই যে, দ্বিতীয় বারে যে লোক বিয়ে করে তার মনে এভাব জাগ্রত থাকে যে, সে এ স্ত্রীলোকটিকে দাম্পত্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করছে না। সে শুধু এক রাতের স্বামী। রাত শেষ হওয়ার পরেই সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে,... ঠিক স্ত্রীলোকটির মনেও এ অবস্থা-এ কথাই জাগ্রত থাকে।... বস্তুত এ চিন্তা ও এরূপ কথা যে কত লজ্জাষ্কর, কত জঘন্য, বীভৎস, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কাজ কুরআন হাদীস সমর্থিত হতে পারে না, হতে পারে না ইসলামের উপস্থাপিত বিধান। অথচ তাই আজ নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমাজের যত্রযত্র, শরীয়ত সম্মত (?) বিধানরূপে!' *(পৃ. ৫৯৯)*।

ধন্যবাদ মাওলানাকে। তবে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক পরবর্তীতে তাঁর 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন' বইটির ছাপা বন্ধ করে দেওয়ার পিছনে মাওলানার এই স্পষ্ট কথন দায়ী কি-না আল্লাহ ভাল জানেন।

চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ পর্যালোচনা

(مراجعة الإنتساب الى الائمة الأربعة)

এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার বিষয়টি অনুসরণীয় চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টিতে আমরা নিশ্চিন্ত নই। কেননা পরবর্তীকালে এমন বহু কিছু তাঁদের মাযহাব হিসাবে চালু হয়েছে, যে বিষয়ে তাঁদের থেকে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা সূত্র নেই। কেননা চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফিক্বহী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এক্ষণে তাঁদের মাযহাব বলে গৃহীত মাসআলা সমূহের সংকলন হিসাবে যে সকল বিরাট বিরাট ফিক্বহগ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত ও প্রচারিত হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা যাবে যে, সেগুলিতে সংকলিত অধিকাংশ মাসআলা কিংবা সবগুলোই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানগণের রচিত। আবুল ফাৎহ মুহাম্মাদ বিন আবুল হাসান ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃ. ৭০২ হি./১৩০৩ খৃ.) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার শুরুতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, أَنَّ نِسْبَةَ هَذِه الْمسَائِل إِلَى الْأَئِمَّة الْمُجْتَهِدين حرَامٌ 'চার ইমামের নামে চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী এই মাসআলাগুলিকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা হারাম'। কেননা এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপরে মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র। তিনি বলেন, وَأَنه يَجِبُ على الْفُقَهَاء الْمُقلِّدين لَهُم مَعْرِفَتهَا لِئَلاَّ يَعْزُوْها إِلَيْهِم فَيُكَذِّبُوا عَلَيْهِم 'মুক্বাল্লিদ ফক্বীহদের উপর ওয়াজিব হ'ল এগুলি জানা। যাতে বিষয়গুলি তাদের দিকে সম্পর্কিত না হয়ে যায় এবং তাদের উপর মিথ্যারোপ করা না হয়'।[৯৮] তাফ্তাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন।[৯৯]

---

৯৮. ছালেহ বিন মুহাম্মাদ ফুল্লানী (১১৬৬-১২১৮ হি./১৭৫২-১৮০৩ খৃ.), ঈক্বাযু হিমাম (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.) পৃ. ৯৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) ১৭২ পৃ. ও ১৮০ পৃ. টীকা-৫৯।

৯৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) ১৭২ পৃ. ও টীকা-৬০ পৃ. ১৮০-৮২।

(১) উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানাফী আলেম আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (১২৬৪-১৩০৪ হি./১৮৪৮-১৮৮৭ খৃ.) একত্রিত তিন তালাক সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এই অবস্থায় হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তিন তালাক পতিত হবে এবং 'তাহলীল' ব্যতীত তার সাথে পূর্ব স্বামীর পুনর্বিবাহ সিদ্ধ হবে না।

কিন্তু এমন যরূরী অবস্থায় যেমন স্বামীর নিকট থেকে উক্ত মহিলার পৃথক হওয়া কঠিন কিংবা তাতে ক্ষতির আশংকা বেশী, সেই অবস্থায় অন্য কোন ইমামের তাক্বলীদ করায় ক্ষতি নেই। যেমন এর দৃষ্টান্ত রয়েছে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর ক্ষেত্রে। এখানে হানাফীগণ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মাযহাব (চার বছর)-এর উপরে আমল করা জায়েয মনে করেন। তবে তিন তালাকের ক্ষেত্রে এটাই উত্তম হবে যে, ঐ ব্যক্তি যেন কোন শাফেঈ আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিয়ে তার উপরে আমল করে'।[১০০]

(২) অন্যতম সেরা হানাফী আলেম রশীদ আহমাদ গাংগোহী (১২৪৪-১৩২৩ হি./১৮২৯-১৯০৫ খৃ.) একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করেন এবং 'তাহলীল' ব্যতীত পুনর্বিবাহের কোন পথ খোলা নেই বলে ফৎওয়া দেন'। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মত বা মাসলাক হিসাবে বর্ণনা করেন যে, যে মাসআলায় ছাহাবা ও মুজতাহিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, সে মাসআলায় নিজের তাহকীক অনুযায়ী বা কোন হকপন্থী মুজতাহিদ-এর তাক্বলীদকে অগ্রগণ্য মনে করে তার উপরে আমল করবে। বিরোধী মতকে কোনরূপ তিরস্কার করবে না। বরং যরূরী অবস্থায় তার উপরে আমল করবে। এ কারণে এ দুর্বল বান্দা হানাফী মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন মাযহাবের অনুসারীকে তিরষ্কার করে না এবং নিজের মাযহাযকেও অযথা অন্যের উপরে প্রাধ্যন্য দিতে চেষ্টিত হয় না।... প্রয়োজনে শাফেঈ মাযহাবের উপরে আমল করায় কোন দোষ নেই। তবে সেটা যেন নফসের খাহেশ পূরণের উদ্দেশ্যে না হয়। বরং যদি শারঈ দলীলের ভিত্তিতে হয় তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই' *(ফাতাওয়া রশীদিয়াহ ৪৬২ পৃ.)*।

দেখা গেল যে, তালাকের ব্যাপারে উপরোক্ত হানাফী আলেমগণ তাদের অনুসারীদের হানাফী মাযহাবের ফৎওয়ার উপর আমল না করে শাফেঈ

১০০. ফাতাওয়া রশীদিয়াহ (করাচী : মুহাম্মাদ আলী কারখানায়ে কুতুব, তাবি) ৪৬২ পৃ.।

মাযহাবের উপর আমল করার উপদেশ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসার যোগ্য।

৩য় পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الثالث) :

এই দল বলেন, সহবাসকৃত নারীর উপরে তিন তালাক বর্তাবে ও সহবাসহীন নারীর উপরে এক তালাক বর্তাবে। তাঁদের দলীল নিম্নরূপ :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে তালাকের রীতি কেমন ছিল, আবুছ ছহবা নামক জনৈক ব্যক্তির এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوْا فِيْهَا قَالَ: أَجِيْزُوْهُنَّ عَلَيْهِمْ رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ-

‘কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিত, লোকেরা তাকে এক তালাক গণ্য করত। এই নিয়ম জারি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবু বকরের যামানায় এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে। অতঃপর যখন ওমর উক্ত ব্যাপারে লোকদের ব্যস্ততা দেখতে পান, তখন বলেন, একত্রিত তিন তালাককে ওদের উপরে জারি করে দাও’।[১০১]

জবাব : উক্ত হাদীছে قَبْلَ أَنْ يَّدْخُلَ بِهَا অর্থাৎ ‘সহবাসের পূর্বেই’ বাক্যটি বর্ধিতভাবে সংযুক্ত। এ সম্পর্কে শায়খ আলবানী এ অংশটিকে ‘বর্ধিত ও অপরিচিত’ (وهي زيادة منكرة) বলেছেন *(ইরওয়া হা/২০৫৫-এর আলোচনা)*। কেননা এই অংশটি একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ মুসলিম-এর রেওয়ায়াতের এবং আবুদাউদের অন্য বর্ণনার বিপরীত। যেখানে উক্ত বর্ধিত অংশটি নেই।[১০২] অতএব এর অর্থ হ’ল এই যে, সহবাসকৃত হউক

১০১. আবুদাউদ হা/২১৯৯, হাদীছটি যঈফ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৩৪।
১০২. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৬); আবুদাউদ হা/২২০০।

বা না হউক সকল বিবাহিতা নারীর ক্ষেত্রে সে যুগে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত।[১০৩]

(২) ওমর (রাঃ) কর্তৃক তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করার সিদ্ধান্তটি সহবাসকৃত নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আবুছ ছহবা প্রমুখাৎ ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছটি সহবাসহীন নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবেই উভয় হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব এবং এটাই ক্বিয়াসের অনুকুলে'।

জবাব : ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছের উক্ত অংশটি 'মুনকার' এবং হাদীছটি যঈফ। যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সিদ্ধান্তটি ইজতেহাদী। যা কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত শারঈ তালাক বিধানকে বাতিল করতে পারে না। অতএব এই দলের বক্তব্য দলীল সম্মত নয় এবং বিশুদ্ধ ক্বিয়াসেরও অনুকূলে নয়।

৪র্থ পক্ষের দলীল সমূহ (حجج الفريق الرابع) :

এই দল বলেন যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হবে। ইদ্দতকালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে এবং ইদ্দত শেষ হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। তাঁদের দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَّمَ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَّقُ الثَّلاَث وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ النَّاسَ قَد اسْتَعْجَلُوْا فِىْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ–

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর-এর যামানায় এবং ওমর-এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হ'ত। অতঃপর ওমর বললেন, লোকেরা এমন এক বিষয়ে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে, যে বিষয়ে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা যদি এটা তাদের উপরে জারি করে দিতাম! অতঃপর তিনি এটা তাদের উপরে জারি করে দিলেন'।[১০৪]

১০৩. উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইরওয়া হা/২০৫৫-এর আলোচনা, ৭/১২০-২২; সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৩৪-এর আলোচনা।

১০৪. মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯।

মন্তব্য : এ হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, একত্রিত তিন তালাক এক তালাক বলে গণ্য হ'ত রাসূল (ছাঃ)-এর যামানা থেকেই। উক্ত সরল বিধান-এর অপব্যবহার দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) কঠোরতা অবলম্বন করার মনস্থ করেন ও সে মতে আইন জারি করেন। রাষ্ট্রনেতা হিসাবে সামাজিক শৃংখলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তিনি সাময়িকভাবে এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি এর দ্বারা আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করেননি। বরং তালাক-এর বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ এটিকে ইজমা হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কেননা কুরআনী নির্দেশ ও সুন্নাতের স্পষ্ট প্রমাণাদি ও ছাহাবীগণের সম্মিলিত আমল মওজূদ থাকতে তার বিরুদ্ধে ইজমা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দাবী করলেও তা গ্রাহ্য হবে না।

(২) আবুছ ছহবা একদিন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন,

أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَت الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ- 'আপনি কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর-এর যুগে এবং ওমর (রাঃ)-এর যুগের প্রথম তিন বছর (একত্রিত) তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হ'ত? ইবনু আব্বাস বললেন, হ্যাঁ'।[১০৫]

(৩) মাহমূদ বিন লাবীদ বলেন,

أُخبِرَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقات جميعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেওয়া হ'ল যে, সে তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, মহান আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে আছি। একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি ওকে হত্যা করব না'?[১০৬]

---

১০৫. মুসলিম হা/১৪৭২ (১৬); আবুদাঊদ হা/২২০০।
১০৬. নাসাঈ হা/৩৪০১; মিশকাত হা/৩২৯২।

মন্তব্য : কনিষ্ঠ ছাহাবী মাহমূদ বিন লাবীদ-এর উক্ত রেওয়ায়াতকে অনেকে ‘মুরসাল’ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেন যে মাখরামাহ তার পিতা হ’তে শোনেননি। তবে তিনি তার পিতার লিখিত কিতাব হ’তে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাঈনও অনুরূপ বলেছেন। তাঁর থেকে ইমাম মুসলিম স্বীয় ছহীহ-তে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতএব অত্র হাদীছ ‘মুরসাল’ নয়; বরং ‘মুত্তাছিল’। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী স্বীয় ‘বুলূগুল মারামে’ অত্র হাদীছকে ‘ছহীহ’ বলেছেন। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।[১০৭]

এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তালাকের সংখ্যা ও পদ্ধতি নিয়ে খেলা করেছে। আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করেছে। কেননা রাজ‘ঈ তালাক হিসাবে এক বা দুই তালাক দেওয়াই হ’ল আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র বিধান। অথচ সে তা ছেড়ে তিন তালাক এক সাথে দিয়ে উক্ত বিধানকে হালকা করে দেখেছে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর রাগের কারণ সেটাই। কিন্তু এর ফলে ‘তিন তালাকই প্রযোজ্য হয়েছিল’ এ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একত্রিত তিন তালাককে এক তালাকে রাজ‘ঈ গণ্য করা হ’ত বলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে আমরা দেখে এসেছি।

(৪) কুরআনী আয়াত اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ‘তালাক দু’বার’ কথাটিই একত্রিত তিন তালাকের সরাসরি বিরোধী। কেননা এর অর্থ একটির পর একটি। শুধু মৌখিক শব্দে নয়; বরং পদ্ধতি ও প্রকৃতিতে। কেননা ‘মার্রাতা-ন’ অর্থ দু’বার। দু’বার অর্থ একবারের পর দ্বিতীয় বার। অর্থাৎ সহবাসহীন পবিত্র অবস্থার শুরুতে প্রথম তালাক দিবে। অতঃপর একইভাবে দ্বিতীয়বার পবিত্র অবস্থার শুরুতে দ্বিতীয় তালাক দিবে। এই দুই তালাক রাজ‘ঈ হবে। অর্থাৎ ইদ্দতকালের মধ্যে স্ত্রীকে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে। আয়াতের সারকথা এটাই। এর অর্থ কখনোই এটা নয় যে, একত্রে দুই তালাক বললেই দুই তালাক হয়ে গেল। যেমন কুরআনে এসেছে, ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

১০৭. মুহাল্লা ৯/৩৮৮ টীকা, মাসআলা ১৯৪৫; যাদুল মা‘আদ ৫/২২০-২১।

كَرَّتَيْنِ ‘অতঃপর তুমি তোমার দৃষ্টিকে ফিরাও দ্বিতীয়বার’ ... *(মুল্‌ক ৬৭/৪)*। এর অর্থ প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার। অমনিভাবে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– ‘একজন মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযানের ছিয়াম পালন করবে, তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের দরজা সমূহের যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করুক’।[১০৮]

উক্ত হাদীছে ‘পাঁচ ছালাত’ (صَلَّتْ خَمْسَهَا) অর্থ পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচ বার ফরয ছালাত সুন্নাতী তরীকায় আদায় করা। একত্রে পাঁচবার ছালাত ছালাত ছালাত বলা নয়। দ্বিতীয়তঃ সূরা তালাক্ব-এর ১ম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘হে নবী! তোমরা স্ত্রীদের ইদ্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাক’ *(তালাক্ব ৬৫/১)* অর্থ তিন মাসে তিন তালাক দেওয়া। একত্রে তিনবার তালাক তালাক তালাক বলা নয়।

এক্ষণে একত্রিত তিন তালাক দিলে ইদ্দত গণনা করা ও সে অনুযায়ী তালাক দেওয়ার সুযোগ থাকে কি? এভাবে কুরআনী নির্দেশ লংঘন করে এক সাথে তিন তালাক দিলে সেটি শরী‘আত সম্মত তিন তালাক হিসাবে গণ্য হ’তে পারে কি?

(৫) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتَهُ فَقَالَ: إِنِّيْ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا وَتَلاَ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الأية، رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ–

১০৮. আবু নু‘আঈম, হিলইয়াতুল আউলিয়া ৬/৩০৮; আলবানী, মিশকাত হা/৩২৫৪ ‘বিবাহ’ অধ্যায়, ‘নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার’ অনুচ্ছেদ; আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩১, হাসান লিগায়রিহী; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩, হাদীছ ছহীহ-আরনাঊত্ব।

وَفِىْ لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا، قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا فَقَالَ: فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نعم، قال: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، قَالَ: فَرَاجَعَهَا–

‘আব্দু ইয়াযীদ আবু রুকানা স্বীয় স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দেন। এতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি। ওটা এক তালাক হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাক্ব-এর ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান।[১০৯] মুসনাদে আহমাদ-এর রেওয়ায়াতের শেষদিকে এসেছে, فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ : فَرَاجَعَهَا ‘এটি এক তালাক ব্যতীত নয়। অতএব তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও, যদি তুমি চাও’। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে ফিরিয়ে নেন’ *(আহমাদ হা/২৩৮৭)*। টীকাকার শু‘আইব আরনাঊত্ব বলেন, সনদ যঈফ । অতঃপর তিনি বলেন, এতদসত্ত্বেও শক্তিশালী কারণ থাকার ফলে ইবনু তায়মিয়াহ এর সনদকে ‘শক্তিশালী’ বলেছেন। ইবনুল ক্বাইয়িম ও ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একে ‘ছহীহ’ বলেছেন *(ঐ)*।

মন্তব্য : ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, রুকানার এ হাদীছকে অনেকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের কারণে। কিন্তু অনুরূপ সনদে তারাই আবার বিভিন্ন আহকাম বিষয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন।[১১০] তবে অত্র হাদীছ সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবুদাঊদ স্বীয় সুনানে[১১১] এবং আব্দুর রাযযাক স্বীয় মুছান্নাফে ইবনু

---

১০৯. আবুদাঊদ হা/২১৯৬; ‘আওনুল মা‘বূদ ‘তালাক’ অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ; আহমাদ হা/২৩৮৭; আবু ইয়া‘লা হা/২৫০০, তিনি একে ‘ছহীহ’ বলেছেন *(নায়ল ৮/২১)*, মুহাক্কিক হোসাইন সলীম আসাদ বলেন, ‘এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত’ (رجاله ثقات); যাদুল মা‘আদ ৫/২২৯; ইরওয়া ৭/১৪৪।

১১০. নায়লুল আওত্বার ৮/২১।

১১১. আবুদাঊদ হা/২২১৯।

জুরাইজের সূত্রে জনৈক বনূ রাফে‘ হ’তে, অতঃপর ইকরিমা অতঃপর ইবনু আব্বাস হ’তে। ইবনু হাজার ফাৎহুল বারীর মধ্যে আবু ইয়া‘লা থেকে একে ‘ছহীহ’ বলেছেন। আহমাদ বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে এবং মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বিশ্বস্ত’।[১১২]

উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদ অন্য সূত্রে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যেখানে (الْبَتَّةَ) ‘আলবাত্তাতা’ শব্দ এসেছে *(হা/২২০৮)*। যার অর্থ ‘নিশ্চিত তালাক’। রাসূল (ছাঃ) তাকে কসম করতে বলেন, তখন তিনি বলেন যে, আমি এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম। ফলে রাসূল (ছাঃ) তাকে তার স্ত্রী ফেরৎ নিতে বলেন’ *(আবুদাঊদ হা/২২০৮)*। এক্ষণে প্রশ্নঃ যদি ঐ ব্যক্তি একত্রিত তিন তালাক বায়েন দেওয়ার নিয়ত করত, তাহ’লে তাই-ই পতিত হ’ত। জবাব এই যে, হাদীছটি ‘মুযত্বারিব’। ইমাম আহমাদ বলেন, এর সকল সূত্রই যঈফ। ইমাম বুখারীও একে ‘যঈফ’ বলেছেন।[১১৩]

সার্বিক পর্যালোচনা

(مراجعة العامة)

১ম দলের বক্তব্য পরিষ্কার। তাঁরা কুরআনী আয়াতসমূহ ও হাদীছসমূহকে প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং বিদ‘আতী তালাককে বাতিল গণ্য করেছেন। **২য় দলের বক্তব্যে** তাবীলের আশ্রয় স্পষ্ট। এখানে স্ব স্ব রায়-এর পক্ষে দলীলকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ওমর (রাঃ)-এর ইজতেহাদী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে জারি করা কঠোর প্রশাসনিক নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। **৩য় দলের বক্তব্য** রেওয়ায়াত ও দিরায়াত-এর বিরোধী। **৪র্থ দলের বক্তব্য** কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

মিসর ও সিরিয়াতে শেষোক্ত দলের বক্তব্য সরকারী আইন হিসাবে স্বীকৃত। যেমন সিরীয় আইনের ৯১ ধারায় বলা হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে তিনটি তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে। ৯২ ধারায় বলা হয়েছে যে, শাব্দিকভাবে

---

১১২. হাশিয়া মুহাল্লা ৯/৩৯১।
১১৩. যাদুল মা‘আদ ৫/২৪১; ইরওয়াউল গালীল হা/২০৬৩-এর আলোচনা দ্রঃ ৭/১৩৯-৪৫।

হৌক বা ইঙ্গিতে হৌক কয়েকটি তালাক একত্রে মিলিতভাবে দিলে তদ্বারা একটির বেশী পতিত হবে না।[১১৪]

১৯৬১ সালে পাকিস্তানে প্রবর্তিত মুসলিম পারিবারিক আইনেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। বাংলাদেশেও উক্ত আইন সরকারীভাবে চালু আছে। যেমন বলা হয়েছে, '১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশে তালাক আল-আহসান বা তালাক আল-হাসানের সহিত তালাক আল-বিদাতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কারণ এই অর্ডিন্যান্সের বিধান অনুযায়ী তালাক যে প্রকারেই ঘোষণা করা হোক না কেন উহা সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হবে না। তালাক ঘোষণার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে যে দিন নোটিশ প্রদান করা হবে সেদিন হ'তে ৯০ দিন অতিবাহিত হবার পর তালাক বলবৎ হবে'।[১১৫]

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে, 'যে কোন আকারে তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি লিখিতভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়্যারম্যানকে জানাতে হবে এবং চেয়াম্যানকে প্রদত্ত লিখিত নোটিশের এক কপি নকল অপর পক্ষকে (স্বামী বা স্ত্রী) দিতে হবে। এই নোটিশ দেয়ার বিধান অমান্য করলে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি হবে'।

তালাক যে পক্ষই দিক না কেন, যেদিন চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেয়া হবে, সেদিন থেকে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। তবে স্বামী তালাক দিয়ে থাকলে এবং তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী

---

১১৪. আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহূ ৭/৪০৭ পৃ.।

১১৫. এস,বি. রহিম, মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স, ২য় সংস্করণ ১৯৭৬, ১৪৯ পৃ.; 7/(3) Takaq: Sub-scction (5), a talaq,....shall not be effective until the expiration of **nintey days** from the day on which notice under sub-section (I) is delivered to the Chairman.
Modes of talaq: Talaq-i-bidaat, as in actual practice now-a-days, consists in the pronouncement of 3 talaqs in one sitting which immediately thereafter severs the marriage tie and the divorce becomes irrevocale (Talaq-i-bain). This from has its sanction under **Hanafi Law** and not recognised by the **Shia** as also the **shafi schools**. *The Muslim Family Laws Ordinace, 1961,* PP. 60-62.

থাকলে নব্বই দিন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত এ দু'টির মধ্যে যে মেয়াদটি দীর্ঘতর, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তালাক বলবৎ হবে।

নোটিশ পাবার দিন হ'তে তিরিশ দিন সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি শালিশী পরিষদ গঠন করবে। চেয়ারম্যান, একজন স্বামীর প্রতিনিধি এবং একজন স্ত্রীর প্রতিনিধি এই তিন জনকে নিয়ে শালিশী পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়ে তাদেরকে তালাক হ'তে বিরত থাকতে রাজী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের এই বিধানটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা নিসার ৩৫ নং আয়াতের নির্দেশ অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে।[১১৬]

একটি বিচারের নমুনা :

মনে করুন ২য় দলের (হানাফী) ছেলের সাথে ৪র্থ দলের (আহলেহাদীছ) মেয়ের বিয়ে হ'ল। কিন্তু দু'বছর পরেই স্বামী তার স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিল এবং স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিল। অল্পদিন পরেই উভয়ের মধ্যে অনুশোচনা জাগলো এবং পুনর্বিবাহের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ২য় দলের ছেলের পিতা 'তাহলীল'-এর শর্ত আরোপ করেন। পক্ষান্তরে ৪র্থ দলের মেয়ের পিতা বিনা তাহলীলেই জামাইয়ের নিকটে মেয়েকে ফেরত দিতে চান। এমতাবস্থায় ইসলামী আদালতের বিচারক কি রায় দিবেন? কারণ ছেলে ও মেয়ের মাযহাব এক নয়। অথচ দু'টি জীবন মিলেই একটি সংসার। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মাযহাবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে সংসার জীবন বিপর্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় দেশের অধিকাংশ মুসলমান-এর গৃহীত (হানাফী) মাযহাব অনুযায়ী রচিত সংবিধান মোতাবেক যদি আদালত 'তাহলীল'-এর পক্ষে রায় দেন, তাহ'লে ৪র্থ দলের মেয়ের বাবা রাযী হবেন কি? এর মাধ্যমে তার ধর্মীয় অধিকার রক্ষিত হবে কি? নাকি আদালত দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ

---

১১৬. ওসমান গণি, মুসলিম আইন (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সংস্করণ ১৯৭৩), পৃ. ১১৬-১৭। 7/(3) Talaq: (4) Within thirty days of the receipt of notice under sub-Section (1). The Chairman shall constitute an **Arbitration Council** for the purposee of bringing about a reconcilliation between the parties, and the Arbiration Council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. *The Muslim Family Laws Ordinance, 1961.* pp. 60.

অনুযায়ী 'তাহলীল' ছাড়াই পুনর্বিবাহের নির্দেশ দিবেন? অধিকাংশের রায়-কে এড়িয়ে আদালত সে ঝুঁকি নিতে যাবেন কি-না, সেটাই বিচার্য বিষয়। দেশে ইসলামী বিধান জারি করতে ইচ্ছুক রাজনৈতিক দলগুলি বিষয়টি আগেই ফায়ছালা করুন।

উপসংহার (الخاتمة) :

পরিশেষে বলা চলে যে, তালাক দু'বার অর্থ কেবল মুখে দু'বার বলা নয়; বরং সূরা বাক্বারাহ ও সূরা তালাক্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ইদ্দত পালনের উদ্দেশ্যে তালাক দিতে হবে এবং ফিরে পাবার সকল সুযোগ খুলে রাখতে হবে। নইলে স্রেফ মুখে তালাক তালাক তালাক তিনবার বললে 'তালাকে বায়েন' হবে না। যেমন মুখে ছালাত ছালাত ছালাত পাঁচবার বললে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না।

ইতিপূর্বে বর্ণিত বিদ্বানগণের চারটি দলের মধ্যে প্রথম দল তালাকের সংখ্যাকে কোন গুরুত্ব দেননি। এতে তালাকের সংখ্যাগত গুরুত্বকে লঘু করে দেখা হয়েছে। ২য় দল তালাক-এর সংখ্যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এতে তালাকের নিয়ম-পদ্ধতিকে হালকা করে দেখা হয়েছে। ফলে তালাকের অন্তর্নিহিত সামাজিক উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়েছে এবং তালাকের কুরআনী পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। ৩য় দলের আলোচনা অগ্রহণযোগ্য। ৪র্থ দল সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে প্রচলিত তালাক বিধানের দিকে ফিরে গেছেন এবং তাতেই কল্যাণ বেশী।

ফিরে চলুন কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে (توبوا إلى الكتاب والسنة) :

যেহেতু বিদ্বানগণ একত্রিত তিন তালাক-এর ব্যাপারে মতভেদ করেছেন এবং কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়েছেন, সে কারণ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যেতে হবে এবং নিরপেক্ষতার দাবীও সেটাই। তাছাড়া তাতে পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণ নিঃসন্দেহে বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً–

'অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম' *(নিসা ৪/৫৯)*। নইলে তিন তালাকের শব্দের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রীকে তাহলীলের মত নোংরা পথের দিকে ঠেলে দিতে হবে, যা কারু কাম্য নয়।

অতএব আসুন! আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে ফিরে যাই এবং নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে শান্তিময় করে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। -আমীন!

هذا الذى ادَّى إليه علمُنَا + وبه نَدِينُ اللهَ كلَّ زمانِ

أراد اللهُ تيسرًا وأنتُمْ + مِنَ التعسير عندكم ضُروبُ

'এটাই আমাদের ইল্ম এবং এভাবেই আমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করি প্রতি যুগে'। 'আল্লাহ চেয়েছেন সহজ করতে। অথচ কঠিন করার ব্যাপারে তোমাদের নিকট রয়েছে নানারূপ অজুহাত'।

সবশেষে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলি,

وهذا أَحسنُ ما قَدَرنا عليه، ومن جاءنا بِأَحْسنَ منه قَبِلْناه منهُ–

'এটাই সর্বোত্তম যতটুকুতে আমরা সক্ষম হয়েছি। অতঃপর যে ব্যক্তি এর চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের কাছে নিয়ে আসবে, আমরা তা গ্রহণ করব'।

*****

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

এক নযরে তিন তালাক ও হিল্লা

* কুরআনী বিধান অনুযায়ী তিন মাসে তিন তালাক দেওয়াকে 'সুন্নী তালাক' বলা হয়। তার বিপরীতে এক মজলিসে একত্রে বা এক তুহরে তিন তালাক দেওয়াকে হানাফী মাযহাব মতে 'বেদ'ঈ তালাক' বলা হয়। মুসলমান সুন্নাত মানতে বাধ্য, বিদ'আত মানতে বাধ্য নয়।

* তিন তালাক এক সাথে বা এক তুহরে দিলে তা এক তালাকে রাজ'ঈ বলে গণ্য হবে। যাতে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে। এটি কখনই তিন তালাক বায়েন বলে গণ্য হবে না। যাতে স্ত্রী পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন এক সাথে পাঁচবার ছালাত ছালাত বললে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না। বরং সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পাঁচবারে আদায় করতে হয়।

* প্রচলিত 'হিল্লা প্রথা' ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা নারী নির্যাতনের একটি নিকৃষ্টতম প্রথা। কুরআন-হাদীছ নয়, স্রেফ মাযহাবের দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে এটি চালু আছে। এই কুপ্রথা বন্ধ করতে চাইলে এক মজলিসে তিন তালাককে তিন তালাক বায়েন গণ্য করার বেদ'ঈ তালাকের প্রথা আগে বন্ধ করতে হবে। এই তালাকের প্রতিক্রিয়ায় সমাজে তাহলীলের নোংরা রীতি চালু হয়েছে। যা অবশ্যই বন্ধ করা অপরিহার্য।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই ও প্রচারপত্র সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (৩০/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=) **৩৬.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী) -আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৩৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=) **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=) **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৪০/=। **৫.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**